যোগিরাজের এই সকল কথা শুনিয়া গঙ্গাবাই নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। আর কোন উত্তর করিলেন না। যোগিরাজ, তখন ত্র্যম্বকশাস্ত্রী নিজে অনুতাপ করিয়া এই সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, অবিকল সেই সমুদয় কথা গঙ্গাবাইর নিকট বলিতে লাগিলেন। সে সকল কথা আর এখানে পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। ইতিপূর্ব্বে সেই সমুদয় কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তার পর, যোগিরাজ সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন —"সীতে, এ সংসারে নিরপরাধা, পুণ্যবতী অবলাদিগের দুঃখ কষ্ট, এবং সামাজিক উৎপীড়ন দর্শনে আমার হৃদয় ব্যথিত হয়। বোধ হয়, আমার কনিষ্ঠাদ্বয় বিবিধ সামাজিক উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই আমার মনের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তোমার পিতৃগৃহে তোমার সরলতাপরিপূর্ণ মুখখানি দর্শনে ভগ্নীদ্বয়ের শোক আমার হৃদয় হইতে ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতেছিল। তোমার পিতৃগৃহে তুমি সংসারের সর্ব্বপ্রকার চিন্তাশূন্য হইয়া মনের আনন্দে একটী স্বর্গীয় পাখীর ন্যায় বিরাজ করিতে। সর্ব্বদাই হাসিভরা মুখে কথা বলিতে। তোমাকে তদ্রূপ আনন্দিতমনে বিরাজ করিতে দেখিয়া, আমি অপার আনন্দ লাভ করিতাম। তোমাকে কখনও একটু বিমর্ষ দেখিলেই আমার হৃদয় ব্যথিত হয়। তোমার মনঃকষ্টের কথা শুনিয়া সর্ব্বদাই আমার হৃদয়বিদীর্ণ হয়। তোমাকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যে বিগত তিন বৎসর যাবৎ যে অনাবৃতপদে দেশবিদেশ ভ্রমণ করিয়াছি, তাহাতে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও কষ্টবোধ হয় নাই। কিন্তু আমার সকল পরিশ্রমই বৃথাহইল। তোমার পিতার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভব নাই। ইংরেজেরা ঝান্সী উদ্ধারার্থ সৈন্য প্রেরণ করিলেই, তোমাদিগকে এই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

যোগিরাজের এই সকল কথা শ্রবণ করিবার সময় গঙ্গাবাইর নয়নদ্বয় হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল। তাঁহার মুখ হইতে আর কোন বাক্য নির্গত হইল না। উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ তাঁহার কণ্ঠাবরোধ করিল। তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

যোগিরাজ আবার বলিলেন—"সীতে, আমাকে পর মনে করিয়া হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। কিসে তোমাকে সুখী করিতে পারে? কি হইলে তোমার মনের কষ্ট দূর হয়—আমার নিকট অকপটে প্রকাশ কর। তোমার বিষণ্ণ বদন দর্শনে আমার মনে বড় কষ্ট হয়।"

গঙ্গাবাইর এখনও কথা বলিবার সাধ্য হইল না। কিন্তু তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"তুমি পর হইলে এ সংসারে আমার আপন কে? মুহূর্ত্তের নিমিত্তও এ হৃদয় হইতে তোমাকে দূরে রাখিতে পারি না।"

গঙ্গাবাইকে এখনও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া যোগিরাজ বিশেষ আগ্রহাতিশয়সহকারে বলিলেন—"সীতে, বল কিসে তুমি সুখী হইবে? আমার নিকট বলিবে না,—কিসে তোমাকে সুখী করিতে পারে?"

গঙ্গাবাই যোগিরাজের আগ্রহাতিশয়দর্শনে আর নির্ব্বাক থাকিতে পারিলেন না। অর্দ্ধস্ফুটিতবাক্যে বলিলেন—"তোমাকে সুখী করিতে পারিলেই আমার মনে সুখের সঞ্চার হয়। তোমাকে সুখী দেখিলেই আমার সুখ হয়। এ সংসারে আর কিছুই আমাকে এত সুখ প্রদান করিতে পারে না।"

গঙ্গাবাইর প্রত্যুত্তর শ্রবণে যোগিরাজ একটু স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"ইহাকে সুখী করিতে পারিলেই আমার মনে সুখের সঞ্চার হয়। আত্মসুখচিন্তা ত কখনও আমার মনে উদয় হয় না। কিন্তু ইনিও আবার আত্মসুখ চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক শুদ্ধ কেবল আমার সুখ চিন্তা করিতেছেন। আমি সুখে থাকিলেই ইনি সুখী হইবেন। তবে ইহাকে আমি কিরূপে সুখী করিব? এ যে বিষম সমস্যা।"

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন—"সীতে, আমার এ সংসারে সুখ দুঃখ সকলই সমান। আত্মসুখ চিন্তা দীর্ঘকাল হইল আমার অন্তর হইতে বিদূরিত হইয়াছে। আমার সুখের জন্য তুমি চিন্তা করিবে না। তুমি কি হইলে সুখী হইতে পারিবে—কিসে তোমার মনঃকষ্ট নিবারিত হইবে—তাহা অকপটে আমার নিকটে বল।"

গঙ্গাবাই কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে কেবল অশ্রু বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল।

যোগিরাজ গঙ্গাবাইকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া বলিলেন—"আমি ত এখন পরমসুখে জীবনযাপন করিতেছি। সংসারের সকল চিন্তা পরিহার করিয়া পাখীর ন্যায় মনের আনন্দে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছি। আমার ত কিঞ্চিন্মাত্রও দুঃখকষ্ট নাই। কেবল তোমাকে বিমর্ষ দেখিলেই আমার মনে দুঃখকষ্ট উপস্থিত হয়। তোমাকে সুখী করিবার জন্য কোন কষ্টকরকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেই মনে অপার আনন্দের সঞ্চার হয়।"

গঙ্গাবাই মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক যোগিরাজের কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল।

কিছুকাল পরে যোগিরাজ আবার বলিলেন—"মনের ভাব আমার নিকট ব্যক্ত করিবে না? তুমি আমাকে পর বলিয়া মনে করিলে আমার মনে বড় কষ্ট হয়।"

গঙ্গাবাই অতি কষ্টে উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ সম্বরণপূর্ব্বক বলিলেন—"আমাকে ক্ষমা কর, আমার মনঃকষ্টের কারণ শুনিয়া কি করিবে?"

"আমি সাধ্যানুসারে তোমার মনঃকষ্ট দূর করিবার চেষ্টা করিব।"

"তাহাতে আমার মনঃকষ্ট আরও বৃদ্ধি হইবে।"

"বৃদ্ধি হইবে কেন?"

"তোমার কষ্ট দেখিয়া।"

"আমি ত সে কষ্ট—কষ্ট বলিয়া মনে করি না। তোমাকে সুখী করিবার জন্য কোন কষ্টকরকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেই আমার মনে সুখের সঞ্চার হয়।"

গঙ্গাবাই আবার নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবিশ্রান্ত তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুবিসর্জ্জিত হইতে লাগিল।

যোগিরাজ বলিলেন—"সীতে, আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। তুমি আমাকে পর বলিয়া মনে কর, নহিলে আমি তোমার সুখসাধনার্থ কোন কষ্টকর-কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে তোমার কষ্ট হইবে কেন?"

যোগিরাজের এই শেষোক্ত বাক্যাবসানে গঙ্গাবাই কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বলিলেন—"তুমি জ্ঞানী, পণ্ডিত, তুমি জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্ম্মাত্মা। কিন্তু তুমি নারীপ্রকৃতি কিছুই জান না, কিছুই বুঝিতে পার না। নারী কি কখনও ঋণী হইয়া সুখী হইতে পারে? আমার সুখসাধনার্থ তোমার ঈদৃশ কষ্টগ্রহণ আমার আরও কষ্টের কারণ হইতেছে। যদি সাধ্য থাকিত—যদি আমি আপনাকে উপযুক্ত মনে করিতাম —"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া গঙ্গাবাই আর মনের কথা প্রকাশ করিলেন না। তিনি অধোমুখে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যোগিরাজ তাঁহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বলিলেন—"তোমার সুখসাধনার্থ আমি কোন কার্য্য করিলে তুমি কি আপনাকে আমার নিকট ঋণী মনে কর?"

গঙ্গাবাই চুপ করিয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। যোগিরাজ আবার বলিতে লাগিলেন—"তোমাকে আমি কনিষ্ঠা সহোদরার ন্যায় স্নেহ করি।

সেই স্নেহের অনুরোধেই তোমাকে সুখী করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমার স্নেহ তোমাকে আমার নিকট ঋণী করিলে তোমার অকৃত্রিম ভক্তি এবং ভালবাসা দ্বারা কি সে ঋণ পরিশোধ হয় না? সীতে, তুমি বৃথা কাল্পনিক ঋণ মনে করিয়া কেন অনর্থক কষ্টভোগ করিতেছ। অকপটে আমার নিকট বল, কিসে তোমার মনঃকষ্ট দূর হইবে? কি হইলে তুমি সুখী হইবে?"

"এ সংসারে আর আমার আত্মসুখের আশা নাই। আত্মসুখচিন্তা কখনও অন্তরে স্থান প্রদান করিব না। তবে তোমাকে সুখী দেখিলে মনে সুখের সঞ্চার হয়। তুমি আমাকে সুখী করিবার নিমিত্ত কষ্টভোগ করিতেছ শুনিলেই, মনে যারপরনাই কষ্টের উদয় হয়।"

যোগিরাজ গঙ্গাবাইর কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি ইঁহার সুখসাধনার্থ চেষ্টা করিলেই যদি ইঁহার কষ্ট হয়, তবে ত পদে পদে ইঁহাকে আমিই কেবল কষ্টপ্রদান করিতেছি। বোধহয় আমিই ইঁহার একমাত্র কষ্টের কারণ হইয়া পড়িয়াছি। নিশ্চয়ই আমার প্রতি ইঁহার অপরিতৃপ্ত ভালবাসা ইঁহাকে বিশেষ কষ্ট প্রদান করিতেছে। এ কষ্ট কিসে নিবারণ হইবে? আমি ইঁহাকে বিবাহ করিলে হয় ত ইঁহার এ মনঃকষ্ট দূর হইতে পারে। কিন্তু আমার ত ইঁহাকে বিবাহ করিতে কিছুই আপত্তি নাই। সংসারত্যাগের পর, ইঁহার মুখাবলোকন করিয়াই অপার সুখশান্তি লাভ করিয়াছি। ইঁহার সংসর্গে সর্ব্বদাই বিমলানন্দ সম্ভোগ করিয়াছি। কিন্তু ইনি কি আমাকে এখন বিবাহ করিতে সম্মতা হইবেন? এই বিষয় ইঁহার নিকট কিরূপেই বা জিজ্ঞাসা করিব।"—এই প্রকার চিন্তা করিয়া যোগিরাজ একটু কৃত্রিম হাস্যপরিপূর্ণমুখে বলিলেন—"সীতে, তুমি কিসে সুখী হইবে, কিসে তোমার কষ্ট দূর হইবে, তাহা আর আমি শুনিতে চাহিনা। বুঝিয়াছি তুমি আমাকে নিতান্ত পর বলিয়া মনে কর। তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। আমি নারীপ্রকৃতি বুঝিতে পারিনা। আমি আর কখন বুঝিবার চেষ্টাও করিব না। কিন্তু নারীপ্রকৃতি আমি বুঝিনা এই বলিয়া তুমি তখন আমার কি বলিতেছিলে?"

"কি বলিতেছিলাম। আমার মনে নাই।"

"বলিলে না তখন "যদি সাধ্য থাকিত"—"যদি আমি আপনাকে উপযুক্ত মনে করিতাম—"

গঙ্গাবাই একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"আবার সেই কথা তুলিলে। এইমাত্র কহিলে যে এ বিষয়ে আর কিছু বলিবে না।"

"না, আমি আর সে সকল কথা মুখেও আনিব না। আর একটী বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। তোমার সঙ্গে যে পূর্ব্ব হইতেই আমার পরিচয় ছিল তাহা কি লক্ষীবাই জানেন?"

গঙ্গাবাই বলিলেন—"এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেন?"

"তিনি এ বিষয় জানেন কি না, তাহাই জানিবার নিমিত্ত।"

"তিনি সকল কথাই আমার মুখে শুনিয়াছেন।"

"তুমি তাঁহার নিকট বলিলে কেন?"

"ঘটনাক্রমে সমুদয় কথা অগত্যা বলিতে হইল।"

গঙ্গাবাইর এই প্রশ্ন শুনিয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন মনের যে ভাব ইহার নিকট গোপন করিতে যাই, ইহার প্রশ্ন সকল সেই দিকেই পরিচালিত হইতেছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন—"সে ঘটনার কথা শুনিয়া কি করিবে?"

"শুনিলামই বা—তাহাতে ক্ষতি কি? তুমি সকল বিষয়ই আমার নিকট গোপন করিতে চাহ।"

গঙ্গাবাই একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"সে ত আর কোন গুরুতর বিষয় নহে। এ সামান্য বিষয়। তুমি একান্ত যদি শুনিতে ইচ্ছা কর, আমি বলিতে পারি।" এই বলিয়াই গঙ্গাবাই বলিতে লাগিলেন—"মাসাধিক হইল এক দিন নিতান্ত অনন্যমনা হইয়া তোমার বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম অকস্মাৎ যোগিরাজ শব্দ আমার মুখ হইতে নির্গত হইবামাত্র দেখি যে লক্ষীবাই আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া খিল খিল করিয়া হাসিতেছেন। আমি তখন একটু লজ্জিত হইলাম। কিন্তু তিনি নানা প্রকার ঠাট্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সমুদয় কথাই তাঁহার নিকট বলিতে হইল।"

"তিনি কি ঠাট্টা করিলেন?"

"তাহা আমি তোমার নিকট কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। আমি সে সকল কথা বলিব না।"

যোগিরাজ এখন ভাবিতে লাগিলেন যে, গঙ্গাবাইর হৃদয় নিশ্চয়ই অবিচলিতরূপে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং তিনি বিবাহের প্রস্তাব করিবার নিমিত্ত এখন বিশেষ সাহসী হইলেন। এবং কৌশলপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমার বিবাহসম্বন্ধে তোমার পিতার কি অভিপ্রায় ছিল তাহা তুমি জানিতে পারিয়াছিলে?"

গঙ্গাবাই এই প্রশ্ন শ্রবণে মস্তক অবনত করিয়া অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। যোগিরাজ আবার বলিলেন—"জানিনা তোমার পিতার অভিপ্রায় তুমি তখন বুঝিতে পারিয়াছিলে কি না। কিন্তু আমার হস্তে তোমাকে সম্প্রদান করিতে তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল।"

গঙ্গাবাই অধোমুখে ভূমিতলে দৃষ্টিস্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন—"সে সকল বিষয় এখন আর উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।"

"কেন প্রয়োজন নাই? তুমি এখন বিধবা হইয়াছ। তোমার পিতা বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া মনে করেন। যদি আমাকে সুখী করিতে পারিলেই তোমার মনে সুখের সঞ্চার হয়, তবে এখন আমার জীবনের চিরসঙ্গিনী হইয়া আমাকে সুখী কর। তোমার সম্মিলন আমাকে চিরসুখী করিবে।"

যোগিরাজের কথা শুনিয়া গঙ্গাবাই অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। এবং কিছুকাল পরে তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—

যোগিরাজ তাঁহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া মনে করিলেন যে, হয় ত তাঁহার ঈদৃশ প্রস্তাব গঙ্গাবাই অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন। সুতরাং বিশেষ বিনয়প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন—"সীতে আমাকে ক্ষমা কর। আমি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া তোমার নিকট অত্যন্ত অন্যায় প্রস্তাব করিয়াছি। তুমি যে কতদূর পবিত্র হৃদয়া তাহা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু মনে করিবে না যে, শুদ্ধ কেবল ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া তোমার নিকট এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছি। আমি পরমেশ্বরের নাম লইয়া বলিতে পারি যে, তোমাকে সুখী করিবার প্রবল বাসনাই আমাকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়াছে—"

যোগিরাজের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই অত্যন্ত ব্যাকুলকণ্ঠে গঙ্গাবাই বলিয়া উঠিলেন—"তুমি ইন্দ্রিয়পরবশ হইবে? তবে এ সংসারে জিতেন্দ্রিয় কে? যোগী কে? আমি কখনও তাহা মনে করি নাই। আমি পাপীয়সী—কলঙ্কিনী—অস্পৃষ্টা—কিন্তু অকৃতজ্ঞ নহি—"

এই বলিয়াই গঙ্গাবাই আবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যোগিরাজ তাঁহাকে এই প্রকার শোকাকুল দেখিয়া বলিলেন—সীতে, আমি তোমার কথা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। একবার ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মনের সকল কথা আমার নিকট প্রকাশ কর।"

যোগিরাজ অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে আপন মনোবেদনা এই প্রকারে প্রকাশ করিলে পর, গঙ্গাবাই ক্রন্দনসম্বরণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—

"কেন তুমি আমার হৃদয়ের ভস্মাচ্ছাদিত হুতাশন প্রজ্জলিত করিয়া আমার অন্তর দগ্ধ করিতেছ? এ সংসারে কখনও আমি সুখসম্ভোগের আশা করি না। তোমার ন্যায় জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী এবং সদাশয় পুরুষরত্ন গৃহে সমাগত হইলেও যখন দুরদৃষ্টপ্রযুক্ত আমি সে রত্ন লাভ করিতে পারি নাই তখন নিশ্চয়ই এ সংসারে আমার আর সুখী হইবার সম্ভব নাই।"

"কেন তুমি সুখী হইতে পারিবে না—কেন তুমি আমাকে লাভ করিতে পারিবে না,—আমি ত চিরকালই তোমারই রহিয়াছি। আমি তোমার, তোমারই যোগেশ—তোমারই যোগিরাজ।"

"কখনও না—কখনও না—কামাসক্ত নরপিশাচ রাজা গঙ্গাধররাওর উপপত্নী তোমার জীবনের সঙ্গিনী হইবে? তোমার চিরপবিত্র শরীর কলঙ্কিত করিবে? তুমি জিতেন্দ্রিয়—তুমি যোগী—যদি সাধ্য থাকিত—যদি আপনাকে উপযুক্ত মনে করিতাম—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই গঙ্গাবাই উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

গঙ্গাবাইর এই সকল কথা যোগিরাজের বক্ষে শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু গঙ্গাবাইকে মনঃকষ্টে অত্যন্ত অস্থির হইতে দেখিয়া তিনি নিজে অতি কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আপন মনঃকষ্ট পরিহার করিলেন এবং গঙ্গাবাই একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে পর, বলিলেন—"আবারও সেই কথাটা বলিতে আরম্ভ করিয়া বলিলে না কেন?" "যদি সাধ্য থাকিত—এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলে কেন? যাহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলে বল না।"

গঙ্গাবাই এখন কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"আমি পাপীয়সী—আমি কলঙ্কিনী—নহিলে যখন শুনিলাম—আমাকে সুখী করিবার জন্য অনাবৃতপদে তিন বৎসর যাবৎ দেশবিদেশ পর্য্যটন করিয়াছ, তখনই তোমার ঐ ধূলিধূসরিত চরণ আপন কেশদ্বারা পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক বক্ষে ধারণ করিয়া এ চিরসন্তপ্ত হৃদয়কে শীতল করিতাম। কিন্তু আমি পাপীয়সী—আমি কলঙ্কিনী—নর পিশাচ গঙ্গাধর রাওর উপপত্নী—তোমার চরণ স্পর্শ করিবারও আমার সাধ্য নাই—তোমার ও চরণস্পর্শ করিবারও আমি উপযুক্তা নহি।—তুমি জিতেন্দ্রিয়—তুমি যোগী—তুমি পুণ্যাত্মা—আমি অস্পৃষ্টা-অস্পৃষ্টা—অস্পৃষ্টা" এই বলিয়া গঙ্গাবাই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

যোগিরাজ গঙ্গাবাইর অবস্থাদর্শনে একেবারে শোকে অস্থির হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু এ জীবনে বিবিধ প্রকারের

শোক দুঃখ সহ্য করিতে করিতে তিনি এখন সহজেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারেন। সুতরাং তৎক্ষণাৎ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ভূমিতল হইতে গঙ্গাবাইর মস্তক উত্তোলন করিয়া আপন ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। এবং স্বীয় বস্ত্রদ্বারা তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। গঙ্গাবাই এখনও অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়ই লক্ষ্মীবাই দুর্গপরিদর্শনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই দেখেন যে, গঙ্গাবাইর মস্তক ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া যোগিরাজ তাঁহাকে বাতাস করিতেছেন। যোগিরাজ লক্ষ্মীবাইকে দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু লক্ষ্মীবাই ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না। আমি সকলই জানি"।

লক্ষ্মীবাই গঙ্গাবাইকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিছু কাল পরে তিনি চৈতন্য লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। সুতরাং স্বয়ং লক্ষ্মীবাই তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া শয্যোপরি রাখিলেন। দুই তিন জন পরিচারিকা আসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

লক্ষ্মীবাই যোগিরাজকে প্রকোষ্ঠান্তরে লইয়া গেলেন; এবং গোপনে তাঁহার নিকট বলিতে লাগিলেন—"আপনি সঙ্কুচিত হইবেন না। আপনার কিছুই দোষ নাই। আপনার অনুপস্থিতিকালেই গঙ্গাবাই সময় সময় আপনার চিন্তায় অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িতেন। আমি শুনিয়াছি গঙ্গাবাইর পিতা আপনার হস্তে গঙ্গাবাইকে সম্প্রদান করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। আপনি কি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ? ইহার পিতার স্বজাতীয় লোক?"

এই প্রশ্নের উত্তরে যোগিরাজ বলিলেন—"মা, আমি পূর্ব্বে কাহারও নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিতাম না। শুদ্ধ কেবল সীতার (গঙ্গাবাইর) পিতা নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রীর নিকটেই প্রথমে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু সীতাও তখন আমার বিষয় কিছু জানিতেন না। ঝান্সীর মহারাজের মৃত্যুর পর, আপনার গৃহে অবস্থানকালেই সীতার নিকট আত্মবিবরণ বিবৃত করিয়াছিলাম। আমি মহারাষ্ট্রীয় নহি। আমি বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক দীর্ঘ কাল হইল ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি।"

ইহার পর রাণী লক্ষ্মীবাই যোগিরাজের সমুদয় আত্মবিবরণ শ্রবণ করিবার বাসনা প্রকাশ করিলে যোগিরাজ আনুপূর্ব্বিক সমুদয় কথাই তাঁহার নিকট বলিলেন। যোগিরাজের আত্মবিবরণ আর এখানে পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ তৎসমুদয় ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্মী-

বাই যোগিরাজের কনিষ্ঠা সহোদরাদ্বয়ের শোচনীয় মৃত্যুবিবরণ শ্রবণে হৃদয়াবেগে অতীব উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"এ হিন্দুশাস্ত্র এবং হিন্দুধর্ম্মকে আমিও পদাঘাত করি। এইরূপ হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুশাস্ত্র রসাতলে যাউক।"

বস্তুতঃ এ সংসারে বীরহৃদয়ই দয়া মায়া স্নেহ এবং মমতার একমাত্র আধার—এক মাত্র আবাসভূমি। কাপুরুষদিগের হৃদয়ই দয়ামায়াশূন্য হইয়া পড়ে। বীর অশিক্ষিত হইলেও, বীর কুসংস্কারাপন্ন সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেও, দেশপ্রচলিত ধর্ম্ম—দেশপ্রচলিত শাস্ত্র—দেশপ্রচলিত আইন কানুন তাঁহার বীরোচিত হৃদয়কে কখনও শাসনাধীনে আনিতে পারে না। বীরপ্রকৃতি স্বরচিত ধর্ম্ম—স্বরচিত শাস্ত্র এবং স্বরচিত আইন কানুন ভিন্ন কখনও অপরের রচিত ধর্ম্ম, অপরের রচিত শাস্ত্র এবং অপরের রচিত আইন কানুন দ্বারা পরিশাসিত হন না। বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাইর হৃদয় অসীম বীরত্বে পরিপূর্ণ। সুতরাং বাল্যকাল হইতে হিন্দুধর্ম্মে শিক্ষিত হইলেও,এবং হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি বাল্যশিক্ষানিবন্ধন প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকিলেও, তিনি জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে দেশপ্রচলিত শাস্ত্র—দেশপ্রচলিত ধর্ম্ম এবং আচার ব্যবহারকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতেন। এখন যোগিরাজের ভগ্নীদ্বয়ের মৃত্যুঘটনা শ্রবণে তাঁহার সরল হৃদয় বিশেষ ব্যথিত হইল। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে তদ্রূপ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন।

পূর্ব্বপুরুষের প্রণীত শাস্ত্র এবং দেশপ্রচলিত ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার বীরের জন্য নহে—এ সকল শুদ্ধ কেবল ঘৃণিত কাপুরুষদিগের নিমিত্ত।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

কেন ভারত পরাধীন থাকিবে?

জুলাই মাসের শেষভাগে যোগিরাজ ঝান্সীতে পৌঁছিলেন। দেখিতে দেখিতে জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর অতিবাহিত হইল। ইংরেজেরা এখন পর্য্যন্তও ঝান্সীতে সৈন্য প্রেরণ করিতে পারেন নাই। যোগিরাজ এখানে দুইটি কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিগত চারি মাসের মধ্যে সে কার্য্যদ্বয়সাধনার্থ কিছুই করিতে পারেন নাই। রাণী লক্ষ্মীবাইকে ইংরেজদিগের আনুগত্য স্বীকারে সম্মত করিয়া, ইংরেজদিগের সঙ্গে

তাঁহার বিবাদভঞ্জনের চেষ্টাই যোগিরাজের প্রথমকার্য্য। আর গঙ্গাবাইকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিবার চেষ্টাই দ্বিতীয়কার্য্য। প্রথমকার্য্য সাধনার্থ রাণী লক্ষ্মীবাইকে তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড ক্যানিংএর নিকট পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলেন। লক্ষ্মীবাইর পিতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তিনি ইংরেজিতে পত্রের একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলেন। পাণ্ডুলিপিতে লিখিত হইল—"ঝান্সীহত্যাকাণ্ডের সঙ্গে রাণী লক্ষ্মীবাইর কিঞ্চিন্মাত্রও সংস্রব নাই। হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বে তিনি এবিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। ইংরেজগবর্ণমেণ্টের নিজের সিপাহীগণবিদ্রোহী হইয়া ঝান্সীবাসী সমুদয় ইংরেজ স্ত্রীপুরুষের প্রাণ বিনাশ করিলে পর, শুদ্ধ কেবল শান্তি-রক্ষার্থ রাণী রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরেজগণ ঝান্সীতে আসিলেই রাণী তাঁহাদিগের হস্তে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবেন। অধিকন্তু রাণী ইংরেজগবর্ণমেণ্টের হস্তে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ঝান্সীহত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আপন নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছেন। এই বিষয়ে তিনি ইংরেজদিগের বিচার প্রার্থনা করেন।"

এই পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত শেষের কথা দুইটী লিখিতে রাণী লক্ষ্মীবাই প্রাণান্তেও সম্মতা হইলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন যে, রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে তাঁহার বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু তিনি ইংরেজদিগের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে কিম্বা ইংরেজগবর্ণমেণ্টের নিকট বিচার-প্রার্থিনী হইতে পারি-বেন না। যোগিরাজ এই পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে পাঠ করিয়া শুনাইলে, তিনি কোপাবিষ্ট হইয়া কাগজখান খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; এবং সক্রোধে বলিতে লাগিলেন—"ইংরেজশূকরের নিকট বিচার-প্রার্থী হইব—ইহাদের কি বিচার আছে? না—ন্যায়ান্যায় এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আছে? কোন্ বিচারে তাহারা আমার এবং আমার সপত্নীদিগের গাত্রাভরণ অপহরণ করিল। এখন এই চোর দস্যুর নিকট বিচার-প্রার্থী হইব?"

যোগিরাজ বিলক্ষণ জানেন যে রাণী এইরূপ আনুগত্যস্বীকারপূর্ব্বক বিচার-প্রার্থী না হইলে ইংরেজেরা কখনও যুদ্ধে বিরত হইবেন না। সুতরাং পত্রের পাণ্ডুলিপিতে বিচারের কথা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু রাণী এইরূপ আনুগত্য-স্বীকারে কিছুতেই সম্মতা হইলেন না।

যোগিরাজ ঝান্সী পৌঁছিয়া রাণীর সঙ্গে প্রথমদিনের কথাবার্ত্তার পর, মনে করিলেন যে, ধীরে ধীরে রাণীকে পথে আনিতে পারিবেন। প্রথম

সাক্ষাতের পরই অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিলে কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত হইতে পারে, এইজন্য বিগত চারিমাসপর্য্যন্ত ধীরে ধীরে এই বিষয় চেষ্টা করিতেছেন। কত প্রকার যুক্তিতর্কদ্বারা এই সকল বিষয় তাঁহাকে বুঝাইতেছেন। কিন্তু নীচতা, কাপুরুষতা এবং ভীতি লক্ষ্মীবাইর অন্তরের ত্রিসীমার মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে না। ইনি সামান্যা রমণী নহেন। বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই!

যোগিরাজের দ্বিতীয় অভিষ্টও সিদ্ধ হইল না। তিনি গঙ্গাবাইর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেই তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করেন; এবং কখনও কখনও অত্যন্ত ক্রন্দন করিয়া সজল নয়নে বলেন—"তাঁহার অন্তরস্থিত প্রজ্জ্বলিত অনল, শীঘ্রই চিতানলের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া নির্ব্বাপিত হইবে। তাঁহাকে আর দীর্ঘকাল কষ্ট পাইতে হইবে না। তিনি আত্মসুখাভিলাষিণী হইয়া তাঁহার প্রাণের যোগেশকে কখনও কলঙ্কিত করিতে পারিবেন না। তাঁহার পাপ শরীর পতন হইলে পরলোকে তাঁহাদের পরস্পরের মিলন হইবে।"

যোগিরাজ বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া গঙ্গাবাইকে নানা প্রকারে বুঝাইতেন। তাঁহাকে কত প্রকার সান্ত্বনা প্রদান করিতেন। কিন্তু স্বার্থপরতা এবং আত্মসুখচিন্তা গঙ্গাবাইর হৃদয় কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং যোগিরাজের প্রস্তাবে তিনি কিছুতেই সম্মতা হইলেন না।

এদিকে ইংরেজেরাও যুদ্ধার্থ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছিলেন। ইংলণ্ড হইতে ইংরেজসৈন্য প্রেরিত হইতে লাগিল। সার কলিন কাম্বেল (Sir Colin Campbell) ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৩ই আগষ্ট কলিকাতা নগরে পৌঁছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে, বর্ষাবসানে শরতের প্রারম্ভে আবার সার জেনেরল হিউ রোজ ইংলণ্ড হইতে বম্বে প্রেরিত হইয়া মধ্যভারতে বিদ্রোহ নিবারণের ভার গ্রহণ করিলেন। সার্ জেমস আউট্রাম (Sir James Outram) সার হেন্‌রী লরেন্সের পদে নিযুক্ত হইয়া লক্ষ্ণৌ পৌঁছিলেন।

সার কলিন কাম্বেলের ভারতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ভারতের প্রতিনিধি প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সার্ পেট্রিক গ্রাণ্ট, জেনেরল হাবলককে (General Havelock) কানপুরের বন্দীদিগকে উদ্ধারার্থ প্রেরণ করিলেন। তিনি কানপুর পৌঁছিয়া নানাসাহেবের সৈন্যদিগকে পরাভব করিলেন। নানা, আজিমউল্লা এবং তান্তিয়াতপী বিঠুর হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু আজিমউল্লা বিঠুর হইতে পলায়ন করিবার পূর্ব্বে সবেদা কুঠীর সমুদয় ইংরেজবন্দীর প্রাণবিনাশ

করিল। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা এক জনও জীবিত রাখিল না। রোগ-শয্যা শায়িত ইংরেজরমণীদিগের শিরশ্ছেদন করিতে বিদ্রোহীগণ অসম্মত হইলে পর, নানার উপপত্নী আদ্‌লার বাঁদী বেগমী তরবারি হস্তে করিয়া একে একে প্রায় পঞ্চাশ জন রুগ্ন রমণীর শিরশ্ছেদন করিল। মুসলমানের গৃহের বাঁদীগণ ঠিক চামারের কুকুরের ন্যায় প্রায়ই দয়াশূন্য হইয়া পড়ে। ইহাদিগকে লজ্জা এবং শীলতা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্বদাই আপন আপন প্রভুর ঘোর নিষ্ঠুরাচরণ সহ্য করিতে হয়, তজ্জন্য ইহারা এইরূপ নিষ্ঠুর প্রকৃতি লাভ করে। কানপুরের এই ভীষণ হত্যা দ্বারা চিরকালের জন্য ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত হইয়া রহিল। এ ভীষণ হত্যা ভারতবাসীর নাম ইয়ুরোপীয় সভ্যসমাজে কলঙ্কিত করিল।

বিঠুর হইতে পলায়নের পর, নবেম্বর মাসের পূর্ব্বেই তান্তিয়াতপী সৈন্য-সংগ্রহপূর্ব্বক কানপুর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রী যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঠিক হইল। এখন নানা এবং আজিমউল্লা তান্তিয়ার অনুগ্রহের প্রত্যাশী হইয়া পড়িলেন। নানা এবং আজিমউল্লাকে এখন সকল বিষয়েই তান্তিয়ার আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। তান্তিয়ার অসাধারণ বীরত্ব, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য এবং ত্যাগস্বীকার দর্শনে চতুর্দ্দিক্ হইতে দলে দলে সিপাহী আসিয়া তাঁহার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। তান্তিয়া পূর্ব্বে মনে করিতেন যে, তিনি দীন দরিদ্র; সুতরাং নানাসাহেবের ন্যায় একটা রাজপুত্র অগ্রণী না হইলে সৈন্যসংগ্রহের সুবিধা হইবে না। কিন্তু এখন দেখিলেন যে,নির্ব্বোধ, ইন্দ্রিয়াসক্ত, কাপুরুষ এবং ভীরু রাজপুত্রের নামে সৈন্য সংগৃহীত হয় না। বীরত্ব এবং সহৃদয়তাই কেবল লোককে আকর্ষণ করিতে পারে। গোয়ালিয়র কণ্টিনজেণ্ট অর্থাৎ মহারাজা সিন্ধিয়ার সমুদয় সৈন্য তান্তিয়ার সঙ্গে যোগ প্রদান করিল। বৃদ্ধ নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রী এখনও তান্তিয়ার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে সময় সময় বিবিধ সৎপরামর্শ দিতেছেন।

নবেম্বর মাসের শেষভাগে তান্তিয়াতপী সসৈন্যে কাল্পীতে পৌছিল। কিন্তু তাঁহার কাল্পী পৌছিবার পূর্ব্বেই রাণী লক্ষ্মীবাইর সৈন্যগণ কাল্পী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঝান্সীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। তান্তিয়া কাল্পীতে আর বিলম্ব না করিয়া সসৈন্যে কানপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জেনেরল হাবলক কানপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ গিয়াছেন। লক্ষ্ণৌনগরে ২৪এ নবেম্বর

তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। জেনেরল নীলেরও তৎপূর্ব্বে বিগত সেপ্টেম্বর মাসেই লক্ষ্ণৌর বিদ্রোহীদিগের গোলাঘাতে পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। এখন কানপুরে জেনেরল উইণ্ডহাম সসৈন্যে অবস্থান করিতেছেন। ২৬এ নবেম্বর তান্তিয়াতপী জেনেরল উইণ্ডহামকে আক্রমণ করিলেন। ২৭এ এবং ২৮এ উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। বীরশ্রেষ্ঠ তান্তিয়াতপী সমুদয় ইংরেজসৈন্য পরাভব করিয়া কানপুর পুনরুদ্ধার করিলেন। নানাসাহেবের আবার বিঠুরের প্রাসাদে প্রবেশ করিবার সুবিধা হইল। কিন্তু এ জয়োল্লাস চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। পরমেশ্বর কি নানার ন্যায় লোকের হস্তে ভারতরাজ্য সমর্পণ করিবেন?

কানপুরে ইংরেজসৈন্য পরাস্ত হইয়াছে শুনিয়া, স্বয়ং সর্ব্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সার্ কলিন কাম্বেল অবিলম্বে সসৈন্যে কানপুর পৌঁছিলেন। ডিসেম্বরের প্রারম্ভে কানপুরে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। চরমে ইংরেজদিগের জয়লাভ হইল। নানা এবং আজিমউল্লা পলায়নপূর্ব্বক নেপালে প্রবেশ করিলেন। ভগ্ন সৈন্যসহ তান্তিয়া কাল্পীতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আবার সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং অত্যল্পকাল মধ্যে আবার ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। বিদ্রোহী সিপাহীগণ প্রাণের ভয়ে সর্ব্বদাই কাপুরুষতা প্রকাশ পূর্ব্বক পলায়ন পরতন্ত্র না হইলে, তান্তিয়ার ন্যায় বীরের পরাজিত হইবার সম্ভব ছিল না।

রাণী লক্ষ্মীবাইকে তাঁহার পিতা এবং যোগিরাজ ঝান্সী ইংরেজদিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন শুনিয়া ঝান্সীর প্রজা সাধারণ যারপরনাই দুঃখিত হইল। সকলেই রাণীকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিল। নগরবাসিগণ স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া সর্ব্বদাই বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে জয়ধ্বনি করিয়া বলিত—"জয় মহারাণীকা জয়—রাণী লক্ষ্মীবাইর জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিব—বিনাযুদ্ধে ফিরিঙ্গিকে ঝান্সী প্রবেশ করিতে দিব না—ইত্যাদি ইত্যাদি।" * * * * * *

রাণী প্রাতে এবং অপরাহ্ণে দুর্গে প্রবেশ করিলেই চতুর্দ্দিক হইতে কেবল এই প্রকার জয়ধ্বনি হইত। সুতরাং যোগিরাজের আগ্রহাতিশয়পূর্ণ অনুরোধ এবং তাঁহার অশ্রুজল সময় সময় রাণীর মনে যুদ্ধে বিরত থাকিবার ইচ্ছা উৎ-

* রাণীর প্রতি প্রজাদিগের ঈদৃশ ভক্তি এবং অনুরাগ দর্শনে রাণীর মৃত্যুর পরও ইংরেজদিগের ঝান্সী সম্বন্ধে অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ ছিল। জেনেরল হিউরোজের রিপোর্ট দেখ।

পাদন করিলেও প্রজাদিগের জয়ধ্বনি সে ভাব তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিরোচিত হৃদয় হইতে বিদূরিত করিত।

দেখিতে দেখিতে ডিসেম্বর, জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি অতিবাহিত হইল। মার্চ্চমাসের প্রারম্ভেই জেনেরল হিউ রোজের ঝান্সী প্রেরিত হইবার জনরব সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। যোগিরাজ দেখিলেন যে এখন আর বিলম্ব করা যাইতে পারে না। সুতরাং মার্চ্চমাসের প্রারম্ভে একদিন তিনি আহারান্তে রাণীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"মা, এযুদ্ধে আপনার কখনও জয়লাভ হইবে না। ভারতবর্ষ এখনও দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিবে। আপনি যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত থাকুন।"

"কেন ভারত পরাধীন থাকিবে? কেন জয়লাভ হইবে না?"

"ভারতবাসীদিগের পাপের ফলে।"

"ভারতবাসীগণ কি ইংরেজ অপেক্ষাও অধিকতর পাপী?"

"সহস্রগুণে অধিকতর পাপী।"

"ইংরেজেরা কি বড় পুণ্যাত্মা? যাহারা চোর এবং দস্যুর ন্যায় দেশের অর্থাপহরণ করিতেছে, তাহাদের আবার ধর্ম্ম? তাহাদের পাপ হয় না?"

"চোর কিম্বা দস্যু হইলেও তাঁহাদের মধ্যে কতকটা ধর্ম্মাচরণ আছে।"

ধর্ম্মাচরণ! এই গোমাংসভোজী ম্লেচ্ছের আবার ধর্ম্মাচরণ! কি ধর্ম্মাচরণ তাহাদের মধ্যে আছে? "যথা ধর্ম্ম স্তথা জয়" গান্ধারীর এই বাক্য সত্য হইলে আমাদের জয় হইবেই হইবে। ইংরেজদিগের কি ধর্ম্ম আছে?—না, ন্যায়ান্যায় জ্ঞান আছে? ধর্ম্মজ্ঞান থাকিলে আর দেশ শুদ্ধ লোকের অর্থ সম্পত্তি অপহরণ করিতে পারিত না। ধর্ম্মজ্ঞান থাকিলে আর এখন দেশের সহস্র সহস্র নির্দ্দোষী লোককে হত্যা করিত না।"

"মা, ইংরেজেরা বর্ত্তমান বিদ্রোহ উপলক্ষে বৈরনির্যাতন স্পৃহার পরবশ হইয়া সহস্র সহস্র নির্দ্দোষী লোকের প্রাণবধ করিতেছেন। সম্প্রতি প্রতিহিংসানল তাহাদিগের হৃদয় মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে বলিয়া তাহারা এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিতেছেন। কিন্তু এদেশের সমুদয় লোক অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কারনিবন্ধন সর্ব্বদাই নরহত্যা করিতেছেন। পিতা পুত্র কন্যা হত্যা করিতেছেন; পুত্র, পিতৃ মাতৃ হত্যা করিতেছেন; ভাই ভগ্নীকে হত্যা করিতেছেন; ভগ্নী, ভাইকে হত্যা করিতেছেন; এবং প্রত্যেকেই প্রচলিত দূষিত সামাজিক আচার ব্যবহার অনুসরণ করিয়া সমাজের অপরাপর লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। এ দেশের

লোকের মধ্যে কি দয়া আছে—না—ধর্ম্ম আছে—না ন্যায়ান্যায় জ্ঞান আছে! দেশপ্রচলিত কুসংস্কার নিবন্ধন পরমেশ্বরের প্রদত্ত নিঃস্বার্থ মাতৃস্নেহ পর্য্যন্ত এদেশে কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজেরা ঘোর পাপী, নিষ্ঠুর এবং প্রবঞ্চক হইলেও এদেশীয় লোকের ন্যায় একেবারে আত্মহীন পশু নহে। সুতরাং তাহাদিগের রাজ্যচ্যুত হইবার সম্ভব নাই। দেশীয় জনসাধারণের মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি না হইলে তাহারা কখনও আত্মশাসনের উপযুক্ত হইবেনা।"

"ইংরেজেরা তবে কি চিরকালই এদেশে রাজত্ব করিবে?"

"চিরকাল তাঁহারা এদেশে রাজত্ব করিতে পারিবেন কি না, তাহা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কেহই তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারিবে না।"

"দেশশুদ্ধ সমুদয় লোক একত্র হইলেও ইংরেজদিগকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারিবে না।"

"দেশশুদ্ধ লোকের একত্র হইবারই সম্ভব নাই।"

"কেন সম্ভব নাই।"

"কিরূপে দেশশুদ্ধ লোক একত্র হইবে? যে দেশের এক শ্রেণীস্থ লোক অপর শ্রেণীস্থ লোককে স্পর্শ করিতেও ঘৃণা করে, সে দেশের লোকের মধ্যে কি কখনও একতার সঞ্চার হয়? মান্দ্রাজে আমি অন্যূন তিন বৎসর অবস্থান করিয়াছি। মান্দ্রাজের অবস্থা মনে হইলে আমার ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হয়। মান্দ্রাজের লোকদিগকে হিংস্র-জন্তু অপেক্ষাও নিষ্ঠুর পশু বলিয়া বোধ হয়।"

"মান্দ্রাজের লোকেরা কি করিয়াছে?"

"মান্দ্রাজের ভদ্রশ্রেণীস্থ লোকেরা নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকে স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করেন। পিতৃমাতৃহীন অরক্ষিত শত শত নিম্নশ্রেণীস্থ বালক বালিকা কখনও কখনও রাত্রে ভদ্র লোকের বাহির বাড়ী বৃক্ষতলে শয়ন করে। তাহারা ভদ্রলোকের বাহির বাড়ীর গৃহের বারেন্দা পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে না। একবার মাঘ মাসের শীতের মধ্যে সাত আট বৎসর বয়স্ক গৃহশূন্য পিতৃমাতৃহীন দুইটী বালিকা সায়ংকালে একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তাহারা নিম্নশ্রেণীস্থ এবং অস্পৃশ্য বলিয়া ভদ্রলোক আপন বাহির বাড়ীর বারেন্দায় উঠিতে দিলেন না। নিশীথে তাহারা মাঘ মাসের শীতের মধ্যে অনাবৃত শরীরে বৃক্ষতলে কালযাপন করিয়া তৎপর দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইল। বলুন দেখি ইংরেজেরা কি এতদূর নিষ্ঠুর? বরং স্বজাতীয়

লোকদিগের প্রতি ইংরেজদিগের এত ভালবাসা যে সিপাহীগণ দুই চারিজন ইংরেজের প্রাণবধ করিয়াছে বলিয়া তাঁহারা সমুদয় সিপাহীর প্রাণবিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। মান্দ্রাজিদিগের নিষ্ঠুর ব্যবহারের সমুদয় কথা শ্রবণকরিলে আপনি কখনও তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া মনে করিবেন না। ভদ্রলোকের গৃহের দাস দাসীগণ আস্তাকুড়ে উচ্ছিষ্ট কি ভুক্তাবশিষ্ট নিক্ষেপ করিবার সময় কুকুরদিগের সঙ্গে দুই চারিটা বালক বালিকা উচ্ছিষ্ট ভক্ষণার্থে পাছে পাছে ধাবিত হয়। এই সকল বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যে দেশের সামাজিক কুৎসিত নিয়মের অধীন হইয়া মানুষ মানুষের উপর ঈদৃশ অসদ্ব্যবহার করে সে দেশের লোক আবার স্বাধীন হইবে? চিরকাল তাহারা দেশাচারের অধীন হইয়া রহিয়াছে। দেশাচারের অধীন হইয়া অন্যের কথা দূরে থাকুক ইহারা আপন আপন পুত্র কন্যাদিগকে পর্য্যন্ত হত্যা করিতেছে, সুতরাং চিরকাল পরাধীন থাকিবে।”

“পুত্র কন্যা হত্যা করিতে কোথায় দেখিয়াছেন?”

“ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশেই পিতা মাতা কুৎসিৎ দেশাচারের অনুরোধে পুত্র কন্যা হত্যা করিতেছে। আমার পিতা মাতা কি আমার ভগ্নীদ্বয়কে হত্যা করেন নাই। দেশের লোক অত্যন্ত কাপুরুষ না হইলে কি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই সকল ঘৃণিত দেশাচারের অধীন হইয়া থাকিতে পারে? যাহারা দেশাচারের অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আপনাকে নির্ম্মুক্ত করিতে পারে না,—আপনাকে স্বাধীন করিতে পারে না,তাহারা কি রাজনৈতিকস্বাধীনতা কখনও লাভ করিতে পারিবে?”

“আপনার পিতা মাতার ন্যায় এদেশের সকলেই কি সন্তান ঘাতক?”

বঙ্গদেশে লক্ষ লক্ষ লোক আমার পিতা মাতা অপেক্ষাও আপন আপন সন্তান সন্ততির প্রতি ঘোর নিষ্ঠুরাচরণ করিতেছেন। আমার ভগ্নীদ্বয়ের মৃত্যুর পর,শুদ্ধ কেবল লোকের পারিবারিক অবস্থা দেখিবার জন্য আমি বঙ্গদেশের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়াছি। কত যে অসংখ্য অসংখ্য নৃশংস আচরণ দেখিয়াছি,তাহা এক মাস বসিয়া আপনার নিকটে বলিলেও শেষ হইবে না। বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক হিন্দু পরিবারের মধ্যেই এক প্রকারে না এক প্রকারে নারীহত্যা এবং বালিকা-হত্যা হইতেছে। দেশ একেবারে পাপে ডুবিয়া রহিয়াছে। এই নরহত্যাকারী জাতির কখনও স্বাধীনতা লাভের সম্ভব নাই। আপনি যুদ্ধ হইতে বিরত থাকুন। আপনি জীবিত থাকিলে বরং দেশের কতকটা মঙ্গল হইতে পারে।”

"বঙ্গদেশে কি কি নৃশংসাচরণ দেখিয়াছেন? আপনার এই সকল শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা হয়।"

"কত প্রকার নিষ্ঠুরাচরণ দেখিতেছি, তাহা ত আর বলিয়া শেষ করিবার সাধ্য নাই।"

"দুই একটা বলুন না।"

যোগিরাজ রাণী লক্ষ্মীবাই কর্তৃক এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—মা, সন্তানহত্যাসম্বন্ধে আপনার নিকট একটী আশ্চর্য্য ঘটনা বলিতেছি, শুনুন। আমার বোধ হয় এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা আর আপনি কখনও শুনেন নাই। বঙ্গদেশ পরিভ্রমণকালে আমি নদীয়া জিলার অন্তর্গত কোন সুপ্রসিদ্ধ স্থানের একটী ভদ্র লোকের গৃহে অবস্থান করিতেছিলাম। গৃহস্বামী পূর্ব্বে হিন্দু কলেজের শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। পরে ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট হইলেন। তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্বহইতেই আমার পরিচয় ছিল। তাঁহার সপ্তমবর্ষবয়স্কা একটী কন্যা বিধবা হইল। বালিকাটী অত্যন্ত সুশ্রী। তাহাদের বাড়ীতে অবস্থানকালে সে প্রাতে কখন কখন আমার কাছে আসিয়া বসিত। সে যে বিধবা হইয়াছে, তাহা তখন তাহার বুঝিবারও সাধ্য নাই। কিন্তু বেলা নয় ঘটিকার পর আমি আর সে বালিকাটীকে কখনও বাহিরে দেখিতে পাইতাম না। বালিকাটীর প্রতি আমার স্নেহের সঞ্চার হইল। একদিন দুই প্রহরের সময় তাহাদের বাড়ীর জনৈক পরিচারিকাকে সেই বালিকাটীকে ডাকিয়া আনিতে বলিলাম। পরিচারিকা বলিল— "সে ভোজন পাত্রের কাছে শুইয়া রহিয়াছে—এখন ত আর সেস্থান হইতে উঠিতে পারিবে না।" ভোজন পাত্রের সম্মুখে শুইয়া রহিয়াছে,—ইহার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পরে সেই পরিচারিকার নিকট অনেক প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম যে বালিকাটি বিধবা হইলে পর, তাহার পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা তাহাকে বয়োধিকা বিধবাদিগের ন্যায় একাহারী রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সপ্তমবর্ষ বয়স্কা বালিকা কি দিনের মধ্যে একবার আহার করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে? বিশেষতঃ আমাদের দেশের বিধবাগণ প্রায়ই অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় আহার করেন। বেলা নয় ঘটিকার সময়ই বালিকা ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িত এবং আহার করিতে না পাইলে ক্রন্দন করিত। বালিকার আত্মীয়েরা দেখিলেন যে নয়ঘটিকার সময় তাহাকে আহার করিতে না দিলে চলেনা, কিন্তু নয়ঘটিকার সময় আহার করিয়া সমস্ত দিবারাত্র অনাহারে থাকিতে পারে না। সুতরাং বালিকার আত্মীয়-

গণ এক নূতন ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম আবিষ্কার করিলেন। তাহারা বেলা নয় ঘটি-কার সময় বালিকাটীকে আহার করিতে দিতেন। আহারের পর বালিকার ভোজন পাত্রের নিকট একখান বস্ত্র পাতিয়া তাহাকে শোওয়াইয়া রাখিতেন। ভোজনপাত্র অপর কেহ স্পর্শ করিতেন না। বালিকাটি উচ্ছিষ্ট হস্তে এবং উচ্ছিষ্টমুখে ভোজনপাত্র সম্মুখে রাখিয়া নয় ঘটিকা হইতে বেলা অপরাহ্ন চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত কখন শুইয়া থাকিত, কখনও বা বসিয়া থাকিত, ইহাতে তাহার যারপরনাই কষ্ট হইত। পরে অপরাহ্নে চারিঘটিকার সময় আবার সেই ভোজন পাত্রে বালিকাকে অন্ন ব্যঞ্জন প্রদান করিতেন। বালিকা চারিটার সময় আহার করিয়া ভোজন পাত্র পরিত্যাগ করিত।" এই প্রকারে আহার করিয়া বালিকা অত্যল্প কাল মধ্যেই রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইল।" *

যোগিরাজের কথা শেষ হইতে না হইতেই লক্ষ্মীবাই অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্য কি?"

যোগিরাজ বলিলেন—"তাহাই ক্রমে আপনার নিকট বলিতেছি। হিন্দু-শাস্ত্র অনুসারে ভোজনপাত্র পরিত্যাগ না করিলে আর আহার শেষ হয় না। সুতরাং এই স্থানে মনে করিতে হইবে যে, বালিকা নয়ঘটিকার সময় আহার করিতে বসিয়া অপরাহ্ন চারিঘটিকা পর্য্যন্ত ক্রমাগত আহার করিতেছিল। দ্বিভোজনের দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রকে টানাটানি করিয়া, বালিকার জন্য এইরূপ নূতন ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। ইহা কি কেবল ভণ্ডামি নহে! সাত বৎসরের বালিকার উপর যাহারা এইরূপ কঠোর ব্যবহার করে, তাহাদিগের মধ্যে কি মনুষ্যাত্মা আছে যে তাহারা স্বাধীন হইবে?"

"আমাদের মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে বাল-বিধবার আহার সম্বন্ধে ত এত আঁটাআঁটি দেখিতে পাই না।"

"আপনাদের মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে আবার অন্যরূপ শত শত কুৎসিত নিয়ম রহিয়াছে।"

"বঙ্গদেশের পণ্ডিতেরা কি এই বালিকার আহার সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন? বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ কি সপ্তমবর্ষীয়া বালিকার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে ব্যবস্থা প্রদান করেন?"

"হিন্দুশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার জন্য এখন আর পণ্ডিতের বড় প্রয়োজন হয় না। এখন দেশের সকলেই পণ্ডিত। সকলেই তর্কচূড়ামণি। রামা, শ্যামা, শ্রীধর,

* এই ঘটনার সত্যতা লেখক সপ্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

শশধর, কৃষ্ণধর সকলেই আপন আপন উদরপূর্ত্তি করিবার জন্ত হিন্দুশাস্ত্রের এক এক প্রকার নূতন ব্যাখ্যা বাহির করিতেছেন। শুনিয়াছি বালিকার পিসিমা এই নূতন ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজ এখন পিসিমা মাসিমাদিগের আবিষ্কৃত শাস্ত্রানুসারে শাসিত হইতেছে। নানাসাহেবের আমমোক্তার ধূর্ত্ত আজিমউল্লাপর্য্যন্ত হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজিমউল্লাকে এখন আজিমউল্লা বেদান্তবাগীশ বলিলেও দোষ হয় না। সে মহাদেবের চরিত ব্যাখ্যা করিয়া দেশের সমুদয় বেদান্তবাগীশকে পরাস্ত করিয়াছে।"

"আজিমউল্লা হিন্দুধর্ম্মের কি ব্যাখ্যা করিয়াছে?"

"আজিমউল্লাই ত হিন্দুধর্ম্মের এক নূতন ব্যাখ্যা বাহির করিয়া, নানা সাহেবকে বিদ্রোহী হইতে পরামর্শ দিয়াছে। আজিমউল্লা নানাসাহেবকে বলিয়াছে যে, সে ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি দেশপর্য্যটন করিয়াছে; সুতরাং হিন্দুশাস্ত্র তাহার ন্যায় অন্য কাহারও জানিবার সম্ভব নাই। সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, গোহত্যার নিমিত্ত মহাদেব অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়াছেন। ষাঁড় মহাদেবের বাহন। অত্যধিক গোহত্যা নিবন্ধন দেশ ষাঁড় শূন্য হইলে মহাদেবের আর গুলির আড্ডায় যাইবার উপায় থাকিবে না। মহাদেব এখন বুড়া হইয়াছেন। ষাঁড় না হইলে দুই পদও চলিতে পারেন না। আবার তিনি আফিঙ্গখোর, গাভীর দুগ্ধ পান না করিলে তাঁহার কোষ্ঠ হয় না, কাজে কাজেই ইংরেজদিগের প্রতি তাঁহার কোপদৃষ্টি পড়িয়াছে। সুতরাং এযুদ্ধে তিনি নানার সাহায্য করিবেন। আজিমউল্লার এই সকল ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়াই ত নানাসাহেব বিদ্রোহী হইয়াছেন।"

লক্ষ্মীবাই যোগিরাজের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"নানা সাহেব কি এতই মূর্খ?"

"নানাসাহেব নিতান্ত মূর্খ না হইলে তাঁহার এ দশা হইবে কেন? অবশ্য আমি বুঝিতে পারি যে ইংরেজেরা নানার পিতার বৃত্তিবন্ধ করিয়াছেন বলিয়াই নানা বিদ্রোহী হইয়াছেন। কিন্তু এখন ত এই অজ্ঞান সিপাহীদিগের সঙ্গে ধর্ম্মনষ্টের আশঙ্কার ভাণ করিতেছেন। যে হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে দিন দিন অবনত করিতেছে, সেই ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যখন বর্ত্তমান বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই জানিবেন, এই বিদ্রোহ উপলক্ষে বিদ্রোহীদিগের এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে দেশের অন্যান্য লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইবে। ইংরেজ

দিগের কিছুই হইবে না। এ নারীহত্যাকারী ভারতবাসিগণ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কোপানলে পতিত হইয়াছে।”

“তবে আপনি কি মনে করেন যে হিন্দুধর্ম্মই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল?”

“বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মই সর্ব্বনাশের মূল। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম বিলোপ হইতেছে। হিন্দুধর্ম্মই এখন কেবল দেশীয় লোকদিগকে একেবারে মনুষ্যত্বহীন করিতেছে। মনুষ্যত্ব থাকিলে কি কেহ কখনও সাত বৎসরের বালিকাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে বাধ্য করে; কিম্বা তাহার ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনার্থ তাহাকে নয়ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ চারিটা পর্য্যন্ত ভোজনপাত্রের নিকট বসাইয়া রাখে? ইহাকে কি আপনি ধর্ম্ম বলেন? এই বালিকার পিতা কত দূর নিষ্ঠুর দেখুন দেখি। এই বালিকাটীর জননীর মৃত্যু হইলে পর, ইহার পিতা ষাট বৎসর বয়সের সময় একটী এগার বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিল। ষাট বৎসর বয়সের সময় স্ত্রীহীন হইয়া সে নিজে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে সমর্থ হইল না। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের সমুদয় ভার সাত বৎসরের বালিকার ঘাড়ে চাপাইয়া দিল। এই লোকটার কি হৃদয় আছে?—না, ন্যায় অন্যায় জ্ঞান আছে?—না অপত্য-স্নেহ আছে?—এই জাতি কি কখনও আত্মশাসনে সমর্থ হইবে? কাহার জন্য আপনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যে জাতি কুসংস্কারনিবন্ধন সন্তানহত্যা এবং মাতৃহত্যা করিতেছে, তাহারা কি আবার মানুষ? আমার এক বন্ধুর শ্বশুর তাহার রোগাক্রান্ত বিধবা বৃদ্ধ জননীকে একাদশীর দিন জল প্রদান না করিয়া মাতৃহত্যা করিল। আমি সেই হইতেই তাহাকে ছাগলদাস নামে অভিহিত করিয়াছি। ঈদৃশ অজ্ঞান লোকেরা কি আপনার অসীম বীরত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে? দেশের উপধর্ম্ম এবং অজ্ঞানতা দূর না হইলে চিরকাল এ দেশ পরাধীন থাকিবে। আপনি এ যুদ্ধ হইতে বিরত হউন। ভারত বীরাঙ্গনাশূন্য করিবেন না। আপনি জীবিত থাকিলে, কালে আপনার বীরত্ব নিশ্চয়ই মহারাষ্ট্রীয় রমণীদিগের হৃদয় বীরত্বে পরিপূর্ণ করিবে।”

“রণক্ষেত্রে আমি বীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক প্রাণবিসর্জ্জন করিলে কি তদ্দর্শনে দেশীয় লোকের হৃদয় উত্তেজিত হইবে না?”

“বর্ত্তমান অবস্থায় এ দেশীয় লোক কখনও আপনার অসীম বীরত্ব এবং আপনার সহৃদয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে না। উপধর্ম্ম এবং অজ্ঞানতা ইহাদিগের চক্ষু অন্ধ করিয়াছে, কর্ণ বধির করিয়াছে, এবং হৃদয় পাষাণবৎ

করিয়াছে। জীবনশূন্য হইয়া ভারতসন্তান পশ্বাদির ন্যায় বিচরণ করিতেছে। কাপুরুষতানিবন্ধন ঘৃণিত দেশাচারের শৃঙ্খল হইতে যাহারা আপনাকে নির্ম্মুক্ত করিতে অসমর্থ—স্বার্থপরতানিবন্ধন যাহাদিগের অন্তরে স্বজাতীয়ের মঙ্গল-কামনা একবারও সমুদিত হয় না—নীচাশয়তা যাহাদিগের হৃদয় মন একেবারে আত্মসমাদর-বিবর্জ্জিত করিয়াছে—আত্মসুখচিন্তা, আত্মম্ভরিতা এবং আত্মাভিমান যাহাদিগের জীবনের একমাত্র পরিচালক—তাহারা কখনও আপনাকে চিনিতে পারিবে না—কখনও আপনার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না—কখনও আপনার মহদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে সমর্থ হইবে না। পক্ষান্তরে, ইংরেজেরা আপনার পবিত্র নাম ঝান্সীর নরহত্যা দ্বারা চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিবে। ভাবী বংশগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিবর্ত্তে ঘৃণা এবং বিদ্বেষসহকারে আপনার স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিবে।”

রাণী লক্ষ্মীবাই যোগিরাজের এই সকল আগ্রহাতিশয়পূর্ণ বাক্য শ্রবণে অগত্যা সন্ধির প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন। কিন্তু ঝান্সী উদ্ধারার্থ জেনেরল হিউরোজ সসৈন্যে প্রেরিত হইয়াছেন। এখন আর লর্ড ক্যানিংএর নিকট দূত প্রেরণ করিবার সময় নাই। যোগিরাজের স্বহস্তলিখিত পত্রসহ অবিলম্বে জেনেরল হিউরোজের নিকট দূত প্রেরণের প্রস্তাব হইল। রাণী ইহাতে আবার একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—

“ইংরেজেরা অত্যন্ত পাপাচারী এবং নিষ্ঠুর। কোন প্রকার কুকার্য্যই তাহাদিগের অসাধ্য নহে। ইংরেজশূকরের ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান একেবারেই নাই। সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া, তাহারা দূতদিগের প্রাণবিনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।”

যোগিরাজ রাণীর কথা শুনিয়া যারপরনাই কোপাবিষ্ট হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন—“আপনি অনর্থক ইংরেজদিগকে এত ঘৃণিত মনে করিতেছেন। যে জাতির মধ্যে মহাত্মা উইলবারফোর্স্ (Wilberforce) সদৃশ শত শত লোক জন্মগ্রহণ করিতেছেন, যে জাতির মধ্যে সার্ চার্লস থিওফিলাস মেটকাফ, সার হেন্‌রী লরেন্স প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে জাতীয় লোক কি এতদূর কুকার্য্য করিতে পারে? তাঁহারা কখন শত্রুপক্ষের প্রেরিত আপন গৃহসমাগত দূতের প্রাণবিনাশ করিবেন না।”

রাণী যোগিরাজকে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। যোগিরাজের তিরস্কারবাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “ফলেন পরিচীয়তে।”

এই বলিয়াই তিনি দুর্গ পরিদর্শনার্থে বাহিরে চলিলেন। প্রেরিত দূত দ্বয় বুন্দেলখন্দের দিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জেনেরল হিউ-রোজের বেতওয়া নদী (River Betwa) পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পূর্ব্বে আর দূত-দ্বয় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইলেন না। দূতদিগের সম্বন্ধে রাণী যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই হইল। এই ঘটনার পনের দিন পরে দূতদ্বয় ইংরেজসৈন্যাধ্যক্ষের শিবিরে পৌঁছিয়া রাণীর প্রেরিত দূত বলিয়া পরিচয় প্রদানমাত্র, ইংরেজেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের দুই জনের প্রাণবধ করিলেন। ইহাতে চিরকালের জন্য ইংরেজ নাম ভারতে কলঙ্কিত হইয়া রহিল। ইংরেজ-দিগের আর ভারতবাসী লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণের উপায় রহিল না। *

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

নারী কি আত্মরক্ষণে অসমর্থা ?

যোগিরাজের প্রথম কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে। আজ তাঁহার মনে বিশেষ আনন্দের সঞ্চার হইতে লাগিল। অত্যধিক হর্ষ কিম্বা অত্যধিক বিষাদ উভয়ই অনিদ্রার কারণ হইয়া পড়ে। মনের আনন্দে যোগিরাজের আজ রাত্রে আর নিদ্রা হইল না। যোগিরাজ ঝান্সীতে পৌঁছিবার কয়েক দিন পরেই শুনিয়াছেন যে গঙ্গাবাই স্বীয় সপত্নী লক্ষ্মীবাইয়ের রণক্ষেত্রের সঙ্গিনী হইবেন। কিন্তু ইংরেজদিগের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপিত হইলে কি লক্ষ্মীবাই কি গঙ্গাবাই কাহাকেও আর রণক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে হইবে না। উভয়ের প্রাণবিনাশের আশঙ্কা দূর হইয়াছে। এখন গঙ্গাবাই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতা হইলেই তিনি এসংসারে সর্ব্বসুখের অধিকারী হইবেন। মুহূর্ত্তের নিমিত্ত গঙ্গাবাইর সহবাস সংসারের রাজত্ব অপেক্ষাও তাঁহাকে অধিকতর সুখশান্তি প্রদান করে। নির্ম্মল-সলিলা জাহ্নবীর স্রোতের ন্যায় গঙ্গাবাইর হৃদয়স্থিত প্রেমস্রোত বেগে প্রবাহিত হইয়া তাঁহার চিরশুষ্ক চিরদগ্ধ হৃদয়কে প্লাবিত করিবে; সংসারের কর্ত্তব্য-সাধনে তাঁহাকে শত গুণে উৎসাহিত করিবে, এ সংসার আর তাঁহার নিকট

---

*Vide *Times* August 25th 1858 also R.M. Martin's ***Our Indian Empire*** *Vol II Page* 485.

শুষ্ক মরুভূমি বলিয়া বোধ হইবে না। ভগ্নীদ্বয়ের শোকে যখন অশ্রুবিসর্জ্জন করিবেন, তখন সে অশ্রুজলের সঙ্গে আর এক জনের অশ্রু মিশ্রিত হইয়া শোকাশ্রুকে প্রেমাশ্রুতে পরিণত করিবে, হৃদয়ের অত্যধিক দুঃখ যখন আর এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধরিবে না, অত্যধিক কষ্টযন্ত্রণা যখন হৃদয়কে বিস্ফারিত করিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইবে, তখন সে দুঃখ—সে কষ্টযন্ত্রণা ধারণ করিবার জন্য আর একটী হৃদয় সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবে। অন্য হৃদয়সংস্পর্শে সে দুঃখ-যন্ত্রণা রূপান্তরিত হইলেই তাহার দুর্ব্বিসহ তাপ হ্রাস হইবে। ইত্যাদি বিবিধ চিন্তা আজ যোগিরাজের মনে সমুদিত হইতে লাগিল। এইরূপ চিন্তায় সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইল। প্রাতে লক্ষীবাইর সঙ্গে আজ দুর্গ পরিদর্শন করিতে চলিলেন। দুর্গ পরিদর্শনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শীঘ্র শীঘ্র আহার করিয়াই গঙ্গাবাইর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। প্রকোষ্ঠমধ্যে লক্ষীবাই গঙ্গাবাই উভয়েই একত্রে বসিয়া রহিয়াছেন। যোগিরাজ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র লক্ষীবাই গঙ্গাবাইকে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"এখন হয় ত ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ না হইতে পারে। ইংরেজদিগকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবার পর, তোমার প্রেমশাস্ত্রের কথা শুনিব।"

গঙ্গাবাই বলিলেন—"এখন আর আমার নিকট শাস্ত্রের কথা শুনিবে কেন? তোমার পরামর্শদাতা এখন এখানেই আছেন। তিনি সকল শাস্ত্রেই পারদর্শী। এ শাস্ত্রও তাঁহারই নিকট শুনিতে পারিবে।"

লক্ষীবাই আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"না, এ নূতন শাস্ত্রে বোধ হয় তোমারই বিশেষ পাণ্ডিত্য আছে? এ শাস্ত্রের কথা তোমার মুখেই শুনিতে ইচ্ছা হয়।"

যোগিরাজ ইহাদিগের পরস্পরের ঠাট্টা পরিহাস শুনিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে রাজকার্য্য পরিদর্শনার্থ লক্ষীবাই দেওয়ানখানা চলিয়া গেলেন। গঙ্গাবাই এবং যোগিরাজের নির্জ্জনে কথাবার্ত্তার অবকাশ হইল। লক্ষীবাই ইহাদিগের পরস্পরের সমুদয় অবস্থাই জানিতেন কিন্তু যোগি-রাজ তাঁহার সাক্ষাতে গঙ্গাবাইর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করিলেন।

লক্ষীবাই দৃষ্টির অন্তরাল হইলে পর, যোগিরাজ বলিলেন—"সীতে, ইংরেজ-দিগের সঙ্গে হয় ত রাণী লক্ষীবাইর আর যুদ্ধ বাধিবার বিশেষ সম্ভব নাই। এই বিদ্রোহ অবসানে তোমার পিতা নিশ্চয়ই এখানে আসিবেন। তোমার

পিতা তোমাকে আমার হস্তে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার কথাও অমান্য করিবে?"

"অস্পৃষ্টা এবং অপবিত্রা কন্যাকে দান করিলে তিনি নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইবেন। পিতাকে আমি কি নিরয়গামী হইতে দিব?"

"দাতা কিম্বা গ্রহীতা ত তোমাকে অপবিত্রা বলিয়া মনে করেন না?"

"সে কেবল স্নেহের চক্ষে তাঁহারা দৃষ্টি করেন বলিয়াই তাঁহাদিগের সেইরূপ ভ্রম হইয়াছে।"

"তুমি কেন আপনাকে অপবিত্রা বলিয়া মনে কর? মন অপবিত্র না হইলে মানুষ কখনও অপবিত্র হয় না। দুর্বৃত্ত কামাচারী রাবণ যে সীতাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাহাতে কি সীতা অপবিত্রা হইয়াছিলেন?"

গঙ্গাবাই আর প্রত্যুত্তর করিলেন না। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জ্জিত হইতে লাগিল। যোগিরাজ তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া সজল-নয়নে বলিতে লাগিলেন—"সীতে, তুমি আমাকে দীনদরিদ্র মনে করিয়া আমার সঙ্গে বিবাহে অসম্মতা হইলে আমি বিশেষ সন্তোষসহকারে তোমার আশা পরিত্যাগ করিতাম; তুমি আপনাকে গঙ্গাধর রাওর ধর্ম্মপত্নী মনে করিয়া হিন্দুবিধবার ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালনে কৃতসঙ্কল্প হইলে আমি অন্তরে কখনও তোমার সম্বন্ধে ঈদৃশ ভাব পোষণ করিতাম না, ঠিক বসন্তকুমারী এবং হেমন্তকুমারীর ন্যায় সহোদরাজ্ঞানে তোমার পবিত্রস্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিতাম। কিন্তু আপনাকে অস্পৃষ্টা মনে করিয়া যখন তুমি আমার সঙ্গিনী হইতে অসম্মতা হইয়াছ, তখন তোমাকে জীবনের চিরসঙ্গিনী না করিলে, আমার হৃদয়ের দুঃখকষ্ট কিছুতেই বিদূরিত হইবে না। তোমার কল্পিত আত্মগ্লানি দূর কর। তোমার ঈদৃশ আত্মগ্লানি আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে। সীতে, তুমি একবার বল—আমার জীবনের চিরসঙ্গিনী হইবে।—আমাকে সুখী করিবে। তুমি অপবিত্রা হইলে এ সংসারে পবিত্রা কে? সতী কে?"

অপেক্ষাকৃত সমধিকবেগে গঙ্গাবাইর গণ্ড বহিয়া অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। তাঁহার মুখে আর কথা নাই। তিনি নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

যোগিরাজ আবার বলিলেন—"সীতে, প্রাণের সীতে,—আমাকে হত্যা করিবে। বল—তুমি আমার হইবে—আমার জীবনের চিরসঙ্গিনী হইবে—আমার প্রাণেশ্বরী হইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। মুহূর্ত্তের জন্যও আমি তোমাকে চক্ষের অন্তরাল করিবনা।"

গঙ্গাবাই অতিকষ্টে ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"পরলোকে।"

"না,—ইহলোকেই আমার জীবনের সঙ্গিনী হইবে। বল, তোমার পিতা এখানে আসিলে, লক্ষ্মীবাইর নিকট হইতে বিদায় হইয়া এ গৃহ পরিত্যাগ করিবে, আমার চিরসঙ্গিনী হইবে।"

"এ গৃহ শীঘ্রই পরিত্যাগ করিতে হইবে। এ গৃহ কেন? বোধ হয় এ পৃথিবীই শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে হইবে। লক্ষ্মীবাইর নিকট আর বিদায়-গ্রহণ করিব না। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গিনী থাকিব।"

"কেন এ গৃহ শীঘ্রই পরিত্যাগ করিতে হইবে?"

"ইংরেজসৈন্য ঝান্সী পৌছিলেই সংগ্রামে জীবনবিসর্জ্জন করিয়া এ পৃথিবী পরিত্যাগ করিব;—কেবল গৃহ কেন?"

"ইংরেজদিগের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছে। রাণী যেরূপ আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে ইংরেজেরা নিশ্চয়ই সন্ধি করিবেন।"

"ইংরেজেরা কখনও সন্ধি করিবেন না।"

"তুমি কিরূপে বুঝিলে যে ইংরেজেরা সন্ধি করিবেন না?"

"মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, এ যুদ্ধ কিছুতেই নিবারিত হইবে না।"

"কেন নিবারিত হইবে না?"

"ঈশ্বর কি আমার প্রতি এতই নির্দ্দয় হইবেন যে, আমার দুঃখের অবসান হইবে না? আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ প্রদান করিবেন না?"

"তুমি পাগলের ন্যায় মিছামিছি নানাবিধ অসংলগ্ন কথা বলিতেছ। তুমি হৃদয়ের কল্পিত আত্মগ্লানি দূর কর। তুমি বল এই বিদ্রোহের অবসানে আমার জীবনের চিরসঙ্গিনী হইবে।"

গঙ্গাবাই কিছুকাল নির্ব্বাক থাকিয়া অকস্মাৎ হর্ষোৎফুল্লবদনে বলিলেন—"আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, বিদ্রোহের পর, জীবিত থাকিলে, আমি তোমার চিরসঙ্গিনী হইব। আমি তোমার সহধর্ম্মিণী হইব।"

"হঠাৎ গঙ্গাবাইর প্রফুল্লবদন দেখিয়া যোগিরাজ মনে মনে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন যে ইহার কথার কোন নিগূঢ় অর্থ থাকিতে পারে। সুতরাং আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এইমাত্র বিলাপ করিতেছিলে। অকস্মাৎ তোমার মনের ভাব এইরূপ রূপান্তরিত হইল কেন?"

"তোমার বৃথা আশার বিষয় চিন্তা করিয়া।"

"আমি কি বৃথা আশা করিয়াছি?"

"বিদ্রোহের পর আমাকে সঙ্গিনী করিবার আশা কি বৃথা আশা নহে।"

"বৃথা আশা কিসে হইল?"

"আমি দৃঢ়বিশ্বাস করি, এ বিদ্রোহের পর, আর আমার এ সংসারে থাকিবার একেবারেই সম্ভব নাই।"

"কি প্রকারে তোমার এইরূপ বিশ্বাস হইল?"

"সে সকল কথা শুনিয়া কি করিবে?"

"না,—আমাকে তাহা বলিতে হইবে। বল, কিরূপে তোমার এইরূপ বিশ্বাস হইল।"

যোগিরাজ অত্যন্ত আগ্রহপ্রকাশ করিলে পর, গঙ্গাবাই বলিতে লাগিলেন—"আমার এই রাজ-অন্তঃপুরে আসিবার মাসাধিক পরে, যে দিন তুমি এই উদ্যান হইতে আমার একজন পরিচারিকা দ্বারা আমার নিকট পত্র প্রেরণ করিলে; সেই দিন তোমার পত্র পাইয়াই আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। আমার আপন শুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। গবাক্ষদ্বারা তোমাকে উদ্যানে দেখিবামাত্র মহারাজের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা এবং বিদ্বেষের সঞ্চার হইল। পূরীষমণ্ডিতহস্ত মেথর কিম্বা মলমণ্ডিতহস্ত ডোমের সংস্পর্শ যদ্রূপ বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক করে, মহারাজের সংস্পর্শ তদ্রূপ ঘৃণার ভাব আমার মনে উদ্রেক করিতে লাগিল। অকস্মাৎ সেই দিন তুমি আমার হৃদয়কে একেবারে অধিকার করিলে। তৎপরে আর হৃদয় হইতে তোমাকে দূরে রাখিবার সাধ্য হইল না। মহারাজের মৃত্যুর পর, তুমি আবার ঝান্সী আসিলে। তখন দিন দিন তোমার জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তুমি তখন সর্ব্বদাই লক্ষ্মীবাই এবং তাঁহার পিতার সঙ্গে অহর্নিশ পরামর্শ করিতে, সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে। কিন্তু আমি কেবল তোমাকে দেখিবার জন্য সময় সময় ব্যাকুল হইয়া পড়িতাম। কখনও কখনও মনের আগুনে এ হৃদয় এতই দগ্ধ হইত যে, মনের সকল কথা তোমার নিকট প্রকাশ করিব বলিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইতাম। কিন্তু আবার সাত পাঁচ চিন্তা করিয়া বিরত থাকিতাম। ভাবিতাম তুমি যোগী, তুমি জিতেন্দ্রিয়, তোমার নিকট মনের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলে, তুমি আমাকে পাপীয়সী বলিয়া একেবারে ঝান্সী পরিত্যাগ করিবে, সুতরাং এ জীবনে আর তোমাকে দেখিতেও পাইব না। আবার কখনও কখনও ভাবিতাম, আমি কলঙ্কিনী, আমি অস্পৃষ্টা, স্নেহপরবশ হইয়া এ দাসীকে গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই তোমাকে আমার সংস্পর্শে কলঙ্কিত এবং অপবিত্র হইতে হইবে। এই শেষোক্ত চিন্তাই

শেষে প্রবল হইয়া পড়িল। তোমাকে কলঙ্কিত করিয়া আপনার হৃদয়ের যন্ত্রণা দূর করিব; নিজের সুখভোগের জন্য তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা দিব—এই চিন্তাই তোমার নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিতে আমাকে বিরত রাখিল। কিন্তু মনের আগুন কিছুতেই আর নিভিল না। তুমি এই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার পিতার অন্বেষণে চলিয়া গেলে পর, আমি তোমার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিকতর ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম।

"একদিকে তোমাকে দেখিবার জন্য—তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তোমার চরণসেবা করিবার নিমিত্ত, মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িত। আবার আমার সংসর্গ তোমাকে কলঙ্কিত করিবে মনে করিয়া, আপনাকে অত্যন্ত ধিক্কার প্রদান করিতাম। এইরূপে দ্বিবিধ যন্ত্রণায় বিগত তিন বৎসর যাবৎ আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। ভয়ানক মানসিক কষ্ট আমাকে একেবারে ক্ষিপ্ত করিল—"

গঙ্গাবাই এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র যোগিরাজ অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন—"এই হতভাগ্যের জন্য তুমি এত কষ্ট ভোগ করিয়াছ—হায়! হায়! আমি তোমাকে এত কষ্ট প্রদান করিয়াছি!"

যোগিরাজকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া গঙ্গাবাইও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আজ যোগিরাজই অপেক্ষাকৃত অধিকতর অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। গঙ্গাবাই তখন কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বলিলেন—"তোমাকে এইরূপ অস্থির দেখিলে আমার হৃদয় যারপরনাই ব্যথিত হয়। আর এসকল কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি আর কিছুই বলিব না।"

যোগিরাজ বলিলেন—"না—আমি সকল কথাই শুনিব। তুমি বল,—বল—আমার এ পাষাণ হৃদয় কিছুতেই বিগলিত হয় না। তোমার কোন আশঙ্কা নাই।"

গঙ্গাবাই আবার বলিতে লাগিলেন—"তোমার ঝান্সী পরিত্যাগের তিন বৎসর পরে বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে ছাদের উপর একাকিনী বসিয়া তোমাকে চিন্তা করিতেছিলাম। তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, সেদিন তোমাকে বলিয়াছি যে, অকস্মাৎ 'যোগিরাজ' শব্দ আমার মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র লক্ষ্মীবাই ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। সেই দিন এই বর্ত্তমান বিদ্রোহসম্বন্ধে লক্ষ্মীবাইর সঙ্গে আমার প্রথম কথাবার্ত্তা হয়। লক্ষ্মীবাই তখন পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগপ্রদান করেন নাই। কিন্তু আমি লক্ষ্মীবাইকে বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগপ্রদান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলাম।"

এইস্থানে যোগিরাজ গঙ্গাবাইর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"তুমি লক্ষ্মীবাইকে বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগপ্রদান করিতে অনুরোধ করিলে কেন?"

"যে জন্য আমি অনুরোধ করিয়াছি শুন। মহারাজের মৃত্যুর পর ইংরেজেরা ঝান্সী অধিকার করিতে উদ্যত হইলে, স্বয়ং লক্ষ্মীবাই রণক্ষেত্রে প্রবেশপূর্ব্বক ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিলেন। তখন আমার মনে হইল যে,আমিই কেবল ইঁহার রাজ্যচ্যুতির একমাত্র কারণ। আমাকে অন্তঃপুরে আনিয়াই মহারাজের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে লক্ষ্মীবাই রাজ্য হারাইলেন। অতএব আমি নিশ্চয়ই লক্ষ্মীবাইর রণক্ষেত্রের সঙ্গিনী হইব। মহারাজের প্রতি আমার কিঞ্চিন্মাত্রও ভালবাসা ছিল না। তিনি জীবিতাবস্থায় রাজ্যচ্যুত হইলে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও কষ্ট হইত না। কিন্তু লক্ষ্মীবাইকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি এবং শ্রদ্ধা করি। তাঁহার রাজ্যচ্যুতি আমার বিশেষ কষ্টের কারণ হইল। সেই জন্যই তাঁহার রণক্ষেত্রের সঙ্গিনী হইব বলিয়া মনে মনে স্থির করিলাম। কিন্তু তখন তোমার উপদেশানুসারে লক্ষ্মীবাই আর যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন না। সুতরাং আমারও আর তাঁহার রণক্ষেত্রের সঙ্গিনী হইবার সুযোগ হইল না।

"বর্ত্তমান বিদ্রোহের দুই চারি মাস পূর্ব্বে একদিন তোমার জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। মনে হইল যে এখনই এই নরকসদৃশ রাজ-অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া, পুরুষের পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক তোমার অন্বেষণে বাহির হইব। এইরূপ চিন্তা করিয়া রাত্রে পুরুষের পরিচ্ছদ ধারণ করিলাম। কিন্তু গৃহ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইবামাত্র আবার মনোমধ্যে স্বতন্ত্র চিন্তার উদয় হইল। আমি আত্মসুখাভিলাষিণী হইয়া প্রাণের যোগেশকে কলঙ্কিত করিব? এই পাপীয়সী—কলঙ্কিনী রাজা গঙ্গাধর রাওর উপপত্নী জিতেন্দ্রিয় যোগেশের সঙ্গিনী হইবে? ইত্যাকার চিন্তা হৃদয়মধ্যে উদয় হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সে পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিলাম। নিজের দুর্ব্বলতাদর্শনে মনোমধ্যে অত্যন্ত আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। মনে করিতে লাগিলাম যে, আমি জীবিত থাকিলে হয় ত একসময় না একসময় আত্মসুখ প্রলোভন আমাকে তোমার অনিষ্টসাধনে নিশ্চয়ই রত করিবে। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় তোমার মঙ্গলার্থ আত্মহত্যার পথ অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। তোমার মঙ্গলার্থ আত্মহত্যা করিব, এই চিন্তা আমার হৃদয়ে আনন্দবর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু কিরূপে আত্মহত্যা করিব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। আমার মাতৃবিয়োগের পর, আমার

ভ্রাতৃবধূই আমার মাতৃস্থানীয়া হইয়া আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। তাঁহাকেই আমি মা বলিয়া জানিতাম। তিনি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় আমিও উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিব বলিয়া মনে মনে স্থির করিলাম। এবং তৎক্ষণাৎ আয়োজন করিতে লাগিলাম।"

গঙ্গাবাই এইপর্য্যন্ত বলিবামাত্র যোগিরাজ,—"প্রাণের সীতে, আমার জন্য তুমি আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলে?" এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এবং কিছু কাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

গঙ্গাবাই তাঁহাকে এইরূপ শোকার্ত্ত দেখিয়া সজলনয়নে বলিলেন,—"তুমি এইরূপ অধীর হইলে আমি আর কিছুই বলিব না।"

কিন্তু যোগিরাজ এখনও ক্রন্দন সম্বরণে সমর্থ হইলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"বল তুমি অদ্য হইতেই আমার জীবনের চিরসঙ্গিনী হইবে—বল তুমি আমার হইবে—লক্ষ্মীবাই তাহাতে কখনও আপত্তি করিবেন না। তিনি এখন সকলই জানিতে পারিয়াছেন। তুমি আমার জন্য আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলে?"

গঙ্গাবাই যোগিরাজকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে যোগিরাজ শোকাবেগ সম্বরণপূর্ব্বক আবার গঙ্গাবাইকে আরব্ধ বিষয় বলিতে অনুরোধ করিলেন। গঙ্গাবাই বলিলেন—"আমি আর কিছুই বলিব না"—কিন্তু যোগিরাজ আবার বারম্বার অনুরোধ করিলে পর, তিনি বলিতে লাগিলেন—

"আত্মহত্যার সমুদয় আয়োজন করিবার পর, মনে হইল যে পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব। মৃত্যুর পূর্ব্বে পরমেশ্বরের নিকট একবার তোমার মঙ্গলপ্রার্থনা করিব। এই ভাবিয়া আমি নয়ন মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে লাগিলাম। ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে করিতে আমার একটু নিদ্রার আবেশ হইল। অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় দেখি যে, আমার ভ্রাতৃবধূ আমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, সস্নেহে আমার মুখচুম্বনপূর্ব্বক বলিতেছেন—"প্রাণের সীতে, আমার চিরসন্তপ্ত হৃদয়ের আনন্দদায়িনী, এ সংসারে তোমার মুখাবলোকন করিয়াই আমি জীবিতছিলাম। আজ তোমাকে ঈদৃশ কুকার্য্যানুষ্ঠানে উদ্যত দেখিয়াই তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি কি করিতেছ? কাপুরুষতার উপর কাপুরুষতা—ভীরুতার উপর ভীরুতা—পাপ পাপের

দিকেই পরিচালন করে। কিন্তু পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি পাপ?—ভীরুতার প্রায়শ্চিত্ত কি ভীরুতা?—ধৈর্য্যাবলম্বন কর—কৃতাপরাধের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্বর্গারোহণ কর, নারী কি আত্মরক্ষণে অসমর্থা—পরমেশ্বর কি নারীকে আত্মরক্ষার ক্ষমতা প্রদান করেন নাই?"

"এই সকল কথা বলিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইলেন। আমি জাগ্রত হইয়া দেখি যে রজনী প্রভাত হইয়াছে; আমি শয্যার পার্শ্বস্থিত মৃত্তিকার উপর পড়িয়া রহিয়াছি। প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া সমস্ত দিবস কেবল এই স্বপ্নের কথা ভাবিতে লাগিলাম। আমার ভ্রাতৃবধূ তাঁহার স্বামীর কুচরিত্রদর্শনে সর্ব্বদাই অসুখে কালযাপন করিতেন। তিনি জীবিত থাকিতেও সময় সময় আহ্লাদ করিয়া হৃদয়ের আনন্দদায়িনী বলিয়া আমার মুখচুম্বন করিতেন। এ সংসারে তাঁহার আর কোন সুখশান্তি ছিল না। আমাকে সস্নেহে প্রতিপালন করিয়াই তিনি কেবল কথঞ্চিৎ সুখভোগের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাগুক্ত কথার অর্থ অবধারণে আমি সমর্থ হইলাম না —"কৃতাপরাধের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্বর্গারোহণ কর;—নারী কি আত্মরক্ষণে অসমর্থা?"—এই সকল কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি তাহা ভাবিয়া আর স্থির করিতে পারিলাম না। ক্রমে তিন চারি মাস যাবৎ এই বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। ইহার পর, বিদ্রোহী সিপাহীদিগের দিল্লী আক্রমণের সংবাদ এখানে পৌছিল। তখন তোমার পূর্ব্বের কথা স্মৃতি পথারূঢ় হইল। তুমি বলিয়াছিলে যে পিতা দেশের মধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তোমার সেই কথা স্মরণ হইলে পর, আমি মনে করিলাম যে হয় ত পিতার চেষ্টায়ই এই বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই দিন তাঁহার নিমিত্ত আমার মনে বিবিধ আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি আর নিদ্রা হইল না। পরে শেষরাত্রে নিদ্রা হইবামাত্র স্বপ্নাবস্থায় আমার পিতা, মাতা এবং ভ্রাতৃবধূকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহারা আমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—'সাবধান! তোমার ভীরুতার প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত হইয়াছে।'

"এই বলিয়াই তাঁহারা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। আমি তখন পূর্ব্বের স্বপ্নের কথার সঙ্গে সেই দিনের স্বপ্নকথা একত্র করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। চিন্তা করিতে করিতে আমার মনে হইল যে ঠিক হইয়াছে। ভীরুতাই এ সংসারে সকল পাপের মূল কারণ। ভীরুতা হইতেই মিথ্যা প্রবঞ্চনা, প্রতা-

রণা সমুদ্ভূত হইতেছে। ভীরুতাই আমার ধর্ম্ম নষ্টের মূল কারণ ছিল। ভীরুতা এবং ভীতি পরিহারপূর্ব্বক রাজা গঙ্গাধররাওর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলে কি আর এ সংসারে আমাকে কখনও কলঙ্কিনী হইতে হইত? আমার আরও মনে হইল যে, ঈশ্বর এ সংসারে নারীকে কখনও আত্মরক্ষণে অসমর্থা করিয়া সৃজন করেন নাই। বিবিধ প্রকারের ভীরুতা এবং ভীতিই নারী জীবনকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছে।

"এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে পরে স্থির করিলাম যে আমার পিতার চেষ্টায় এই বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হইয়া থাকিলে আমি নিশ্চয়ই পিতার সঙ্গিনী হইয়া যুদ্ধ করিব। যুদ্ধে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া আপন পূর্ব্বকৃতাপরাধের প্রায়-শ্চিত্ত করিব। আমি চিরকলঙ্কিনী এবং পাপীয়সী হইলেও এ জীবনে ভীরুতা প্রদর্শন ভিন্ন জ্ঞাতসারে আর কোন পাপ করি নাই। সুতরাং বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া এখন ভীরুতার প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

এই স্থানে যোগিরাজ আবার গঙ্গাবাইর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"সীতে, আমার সাক্ষাতে তুমি আর কখনও আপনাকে কলঙ্কিনী পাপীয়সী বলিয়া অভিহিত করিবে না। তোমার মুখে ঐকথা শুনিলেই আমার বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়। তুমি কলঙ্কিনী হইলে এ সংসারে পবিত্রা কে?

গঙ্গাবাই ক্রমে বলিতে লাগিলেন—"ভীরুতা সম্বন্ধে আমার মনে ঈদৃশ ভাব উপস্থিত হইবার আরও অনেকানেক কারণ রহিয়াছে। পিতৃগৃহে অবস্থান কালে বাবা সর্ব্বদাই বলিতেন যে মানব জীবনে ভীরুতাই সকল প্রকার পাপ এবং দুঃখ কষ্টের কারণ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ এখন যতই চিন্তা করি ততই স্পষ্টরূপে তাঁহার কথার সত্যতা অনুভূত হয়। ভীরুতারূপ গুরুতর পাপই আমাকে রাজা গঙ্গাধর রাওর পদানত করিয়াছিল। আর তুমি অতি পুণ্যাত্মা। নহিলে তোমাকে দর্শনমাত্র আমার হৃদয় হইতে ভীরুতারূপ পাপ বিদূরিত হইবে কেন? ঈশ্বরের দর্শনলাভে যদ্রূপ সর্ব্ব পাপ বিমোচন হয়, সেইরূপ ধর্ম্মাত্মা দিগের দর্শনেও বোধ হয় অন্তর হইতে পাপ নিরাকৃত হয়। তোমাকে দর্শন করিবামাত্র আমার মনে বিশেষ সাহসের সঞ্চার হইল। সেই দিন গঙ্গাধর রাওকে বিবিধ ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিলাম। কেবল ভর্ৎসনা নহে। রাজা গঙ্গাধররাও আমার পিতাকে "বুড়ো বাঁদর" বলিবামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ তরবারের দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিব বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলাম। মহা-রাজ আমার পদানত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রথম হইতে ঈদৃশ বীরত্ব প্রদর্শন

করিলে মহারাজ কখনও আমাকে বিবাহ করিতে সাহস করিতেন না। তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এখন বিলক্ষণ বুঝিতেছি যে নারী কখন আত্মরক্ষণে অসমর্থা নহে। শুদ্ধ কেবল সর্ব্বপ্রকার পাপের বীজ স্বরূপ ভীরুতাই নারীজীবন একেবারে অসার এবং অকর্ম্মণ্য করিয়াছে। আমি বর্ত্তমান বিদ্রোহ উপলক্ষে রণক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া আপন ভীরুতার প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে বর্ত্তমান বিদ্রোহ উপলক্ষে আমার রণক্ষেত্রে প্রবেশের বাধা উপস্থিত হইবে না। আমি এই সুযোগে আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সমর্থ হইব। ইংরেজেরা কখনও সন্ধি করিবে না।"

গঙ্গাবাইর বাক্যাবসানে যোগিরাজ বলিলেন—"আমার মনে হয় না যে তখন রাজা গঙ্গাধর রাওর উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলে বলিয়া তোমার বিশেষ পাপ হইয়াছে। তুমি তখন একপ্রকার বালিকা ছিলে। সকল বিষয় বুঝিতেও পারিতে না। ইহাতে তোমাকে পাপ কখনও স্পর্শ করে নাই। বিশেষতঃ মন অপবিত্র না হইলে পাপের সঞ্চার হয় না।

"গঙ্গাধর রাওর পদানত হইয়া আমি নিশ্চয়ই পাপ করিয়াছি বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এই প্রায়শ্চিত্তের পথ হইতে কিছুতেই আমাকে বিরত করিতে পারিবেন না। স্বপ্নে যাহা কিছু দেখিয়াছি তৎসমুদয় আমি প্রকৃত ঘটনা বলিয়া মনে করি।" এই বলিয়াই গঙ্গাবাই আবার বলিতে লাগিলেন—"তুমি আমাকে ভাল বাসিলে কখনও এই পথ হইতে আমাকে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিবে না। নারীজীবনের ভীরুতা আমার নিকট এখন যারপরনাই ঘৃণিত বলিয়া বোধ হয়। সংসারের কীট পতঙ্গ সমুদয়কেই পরমেশ্বর আত্মরক্ষার কতকটা শক্তি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু নারীকেই কি কেবল এই শক্তি বিবর্জ্জিত করিয়া সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন?"

"অবশ্য পরমেশ্বর যে নারীকেও আত্মরক্ষার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমার এইরূপে কাল্পনিক পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থ আত্ম বিসর্জ্জনের কোন প্রয়োজন দেখি না।"

গঙ্গাবাই বলিলেন—"প্রাণের যোগেশ, কখনও আমাকে এই পথ হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিবে না। পরলোকে নিশ্চয়ই আমি তোমার হইয়া থাকিব। এ সংসারে সকল সুখই বৃথা এবং ক্ষণস্থায়ী। এই বর্ত্তমান, অনিত্য এবং ক্ষণস্থায়ী সুখ ভোগের জন্য ভাবী চিরস্থায়ী এবং নিত্যসুখ কি কখনও তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান লোক পরিত্যাগ করিবে?"

যোগিরাজ বলিলেন—"আমি আত্মসুখের জন্য কখনও তোমাকে বিবাহ করিতে উদ্যত নহি। তুমি আমার নিমিত্ত অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিয়াছ বলিয়াই তোমাকে বিবাহ করিবার জন্য মনে প্রবল বাসনার উদয় হইয়াছে।"

"আমার সে সমুদয় কষ্ট দূর হইয়াছে। এখন আর আমার কিঞ্চিন্মাত্রও কষ্ট নাই। ধর্ম্মাচরণ করিবার সদিচ্ছা মনে হইলেই বোধ হয় পাপরাশি খণ্ডন হইতে থাকে। ঈদৃশ প্রায়শ্চিত্ত করিব বলিয়া মনে মনে স্থির করিবার পরই আমার হৃদয়ের কষ্ট অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। মনে মনে কেবল একটী কষ্টকর চিন্তা ছিল। ভাবিতেছিলাম যে, হয় ত মৃত্যুর পূর্ব্বে আর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমার সে আশাও পূর্ণ হইল। এখন তুমি এই সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে আমাকে অনুমতি কর। সংসারপাপে এবং ঘটনাচক্রে পড়িয়া এ জীবনে তোমাকে স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিলাম না। কিন্তু তুমিই আমার অনন্ত জীবনের স্বামী; অনন্ত জীবনের গুরু, নেতা এবং প্রাণেশ্বর।"

গঙ্গাবাইর বাক্যাবসানে যোগিরাজ কিছুকাল সচিন্ত মনে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং পরে বলিতে লাগিলেন—"আমি কখনও তোমাকে তোমার অভিপ্রেত ব্রত হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিব না। বস্তুতঃ ভীরুতা যে সর্ব্বপ্রকার পাপের মূলকারণ তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ সামাজিক কুনিয়ম প্রায় সকল দেশেই নারীদিগকে ভীরুতার দিকে পরিচালন করিতেছে। নারীগণ সকল বিষয়ে পুরুষের সমতুল্য অধিকার লাভ করিতে না পারিলে এ সংসারের বিবিধ পাপ এবং দুঃখ যন্ত্রণা কিছুতেই নিবারিত হইবে না। তোমার অদ্যকার এই সকল কথা শুনিয়া একটী নূতন বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। নারীজাতির বর্ত্তমান হীনাবস্থা যে কতদূর অমঙ্গলের কারণ তাহা ইতিপূর্ব্বে কখনও চিন্তা করি নাই। আজ তুমি আমার জ্ঞান-চক্ষুঃ উন্মীলিত করিয়া দিলে। পরমেশ্বর করুন আমিও সত্বরই তোমার অনুগমন করিয়া পরলোকে তোমার এবং ভগ্নীদ্বয়ের মুখাবলোকনপূর্ব্বক এই সন্তপ্তহৃদয়কে শীতল করিতে পারি।"

"পরলোকে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে। পরলোকে তুমি নিশ্চয়ই তোমার ভগ্নীদিগকে দেখিতে পাইবে; এত ভালাবাসা, এত প্রেম কখনও এদেহের সঙ্গে বিনষ্ট হইতে পারে না।" এই বলিয়াই গঙ্গাবাই যোগিরাজের নিকট হইতে বিদায় হইয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। যোগিরাজও আপন স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

কলিযুগের কুরুক্ষেত্র।

দেখিতে দেখিতে মার্চ্চমাসের প্রায় দুই সপ্তাহ গত হইল। ১৭ই মার্চ্চ ইংরেজদিগের সৈন্য চান্দেরিতে রাণীর সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। চান্দেরিতে রাণীর অধিক সৈন্য ছিল না। সুতরাং চান্দেরি সহজেই ইংরেজদিগের হস্তগত হইল। ২৩শে মার্চ্চ জেনেরল হিউরোজের অধীনস্থ অগ্রগামী সৈন্যগণ ঝান্সী আক্রমণ করিল। ২৩শে মার্চ্চ হইতে একক্রমে ত্রয়োদশ দিবস পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। রাণী লক্ষ্মীবাই এবং গঙ্গাবাইর উৎসাহ এবং বীরত্ব দর্শনে ঝান্সী নগরবাসী রমণীগণ দুর্গে প্রবেশপূর্ব্বক সৈন্যগণের পশ্চাতে থাকিয়া বারুদ, গোলা আনিয়া দিতে লাগিলেন।*

এদিকে তান্তিয়াতপী ঝান্সী আক্রমণবার্ত্তা শ্রবণমাত্র সসৈন্যে রাণীর সাহায্যার্থ ঝান্সী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তান্তিয়ার সঙ্গে বাণপুরের রাজাও সসৈন্যে ঝান্সী যাত্রা করিলেন। বাণপুরের রাজা বিদ্রোহের প্রারম্ভে ইংরেজদিগের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক বহু সংখ্যক ইংরেজের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজেরা তাঁহাকে শত্রুবলিয়া মনেকরিতে লাগিলেন। সুতরাং অবশেষে অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বিদ্রোহী সিপাহীদিগের পক্ষাবলম্বন করিতে হইল।

তান্তিয়া সসৈন্যে রাণীর সাহায্যার্থে ঝান্সী আসিতেছেন শুনিয়া জেনেরল হিউরোজ একেবারে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন ; সুতরাং কতক সৈন্য তান্তিয়ার পথাবরোধ করিবার নিমিত্ত বেতওয়া নদীর নিকট প্রেরণ করিলেন। তান্তিয়া বেতওয়া পর্য্যন্ত পৌছিয়া আপন আগমন বার্ত্তা প্রকাশার্থ শত শত উচ্চ মশাল জ্বালিয়া দিলেন। ঝান্সীর দুর্গ হইতে মশাল দর্শনে সৈন্যগণ বিশেষ আনন্দিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শতাধিক কামান ধ্বনি করিল। এদিকে ইংরেজসৈন্য অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়িল। তান্তিয়ার সঙ্গে রাণীর ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখা হয় নাই। রাণী লক্ষ্মীবাই ইতিপূর্ব্বে কখনও তান্তিয়ার নামও শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তান্তিয়ার নাম শ্রবণেই যেন হৃদয়ের শ্রদ্ধা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল।

---

* The women were seen working in the batteries and carrying ammunition, Vide General Hugh Rose's Report.

ইংরেজেরা দেখিলেন যে, তান্তিয়ার পথাবরোধ করিতে না পারিলে ঝান্সী উদ্ধারের আর উপায় নাই। সুতরাং জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ-পণে বেতওয়া নদীর তীরে তান্তিয়ার সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। তান্তি-য়ার রণকৌশল এবং লক্ষীবাইর রণকৌশল একপ্রকার নহে। লক্ষীবাই প্রত্যেক যুদ্ধোপলক্ষে অগ্রে স্বীয় সৈন্যের পলায়নের পথ বন্ধ করিতেন। মহাত্মা ডিউক অব ওয়েলিংটন এইরূপ রণকৌশল প্রায় সর্ব্বদাই অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। রাণী লক্ষীবাই ডিউক অব ওয়েলিংটনের নামও কখন শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু স্বাভাবিক প্রখর বুদ্ধির অনুবলে নিজে চিন্তাকরিয়া এইরূপ রণ কৌশল অবলম্বন করিলেন। পক্ষান্তরে তান্তিয়া প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় রণকৌশল অনুসরণ করিতেন; তিনি প্রথমেই সৈন্যগণের পলায়নের পথ পরিষ্কার রাখিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। এই প্রাচীন রণকৌশল অবলম্বনই তান্তিয়ার পরাভবের কারণ হইয়া পড়িল। বিদ্রোহী সিপাহিগণ প্রাণসমর্পণ করিতে কখনও প্রস্তুত ছিল না। একটু আঁটাআঁটি দেখিলেই তাহারা পলায়নের চেষ্টা করিত। এইরূপ সৈন্যসহ যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া ডিউক অব ওয়েলিংটনের অব-লম্বিত রণকৌশল অবলম্বন না করিলে আর চলে না। এদিকে জেনেরল হিউ রোজ প্রত্যেক কার্য্যে নেপোলিয়ানের অবলম্বিত রণকৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন।

বেতওয়ার যুদ্ধে তান্তিয়ার সৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। সুতরাং রাণীর আর সাহায্যলাভের আশা রহিল না। রাণীর প্রেরিত দূতদ্বয় তান্তিয়ার সৈন্য পরাজিত হইবার পর, ইংরেজদিগের শিবিরে পৌছিয়াছিল। ইংরেজেরা সময় পাইয়া দূতের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলেন তাহা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া বারম্বার ইংরেজকলঙ্ক ঘোষণা করিবার প্রয়োজন নাই।

রাণী দূতদ্বয়ের এইরূপ হত্যার কথা শ্রবণ করিয়া যোগিরাজকে বলিলেন "বাবা, আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই হইল কি না দেখুন ত এখন আপনার সে শত শত উইলবার্‌ফোর্‌স (Wilberforce) কোথায় রহিল?"

যোগিরাজ একেবারে স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"এই ভারতবর্ষের মৃত্তিকারই দোষ। এই সুসভ্য ইংরেজ জাতি এইরূপ কুকার্য্য করিল। আফ্রিকার নিষ্ঠুর অসভ্যগণও বোধ হয় দূতের প্রতি ঈদৃশ ব্যবহার করে না।"

ঝান্সীর যুদ্ধ একক্রমে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল। জেনেরল হিউরোজের ষোল দিনের মধ্যেও নগরে প্রবেশ করিবার সাধ্য হইল না। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রাণী লক্ষীবাই এবং গঙ্গাবাই সর্ব্বদাই রণক্ষেত্রে উপস্থিত আছেন। সর্ব্বদাই সৈন্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। কথনও আহত সৈন্যগণকে স্বহস্তে সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। নগরের অন্যান্য স্ত্রীলোক বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। কথনও সৈন্যগণের সাহায্য করিতেছেন। কথনও মঙ্গলধ্বনি করিতেছেন। হাসিতেছেন, খেলিতেছেন—হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও ভয়ের সঞ্চার হয় নাই। কেনই বা হইবে? ইহারা ত আর হিন্দুধর্ম্ম পরিব্রাজক শ্রীরামপ্রসন্ন সেনের ন্যায় ধর্ম্মবীর নহেন। শ্রীরামপ্রসন্নের ন্যায় ধর্ম্মবীরেরা মনে করেন যে তাঁহাদিগের মৃত্যু হইলে দেশ একেবারে অধঃপাতে যাইবে; সুতরাং ঈদৃশ অত্যধিক দেশহিতৈষিতা নিবন্ধনই তাঁহারা মৃত্যুকে এত ভয় করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের ন্যায় অত্যধিক দেশহিতৈষিতা যাহার হৃদয়ে নাই, সে মৃত্যুকে ভয় করিবে কেন?

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৭ই মার্চ্চ জেনেরল হিউরোজ ঝান্সী আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ৩রা এপ্রিল পর্য্যন্তও তাঁহার নগরে প্রবেশ করিবার সাধ্য হইল না। নগরদুর্গের উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে এক এক দল সৈন্য সংস্থাপিত হইল। স্বয়ং জেনেরল হিউরোজ উত্তরদিকের সৈন্যগণের কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ষোড়শ দিবস যাবৎ উভয় পক্ষের বহুসংখ্যক সৈন্য ধরাশায়ী হইতে লাগিল। আর চারি পাঁচ দিন রাণী জেনেরল হিউরোজকে নগরের বাহিরে রাখিতে পারিলে নিশ্চয়ই এযুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিতেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহারই জয়লাভ হইতেছিল। এই ষোড়শ দিবসের যুদ্ধ সবিস্তারে বিবৃত করিয়া পুস্তকের আয়তন বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে রাণীর বীরত্ব দর্শনে স্বয়ং জেনেরল হিউরোজ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"ঈদৃশ বীর রমণী আর কথনও তিনি কোন দেশে দেখেন নাই।"

ষোড়শ দিবসের পর জেনেরল হিউরোজ নগরে প্রবেশার্থ অগত্যা কৌশলের পথ অবলম্বন করিলেন। বাহুবলে কার্য্য সিদ্ধি না হইলেই ইংরেজেরা তখন বিবিধ কৌশল অবলম্বন করেন। জেনেরল হিউরোজ শতাধিক সৈন্য দ্বারা একটী নিরাশ দল (Forlorn Hope) সৃজন করিলেন। সেই নিরাশ দলভুক্ত সৈন্যগণ দুর্গের পশ্চিমপার্শ্ব আক্রমণ করিবার ভাণ করিয়া পশ্চিম

দিকে যাইয়া গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। স্বয়ং রাণী লক্ষীবাই কিম্বা গঙ্গাবাই কেহই তখন দুর্গে ছিলেন না। রাণীর সিপাহীগণ ইংরেজদিগের কৌশল বুঝিতে না পারিয়া, দুর্গের পশ্চিমদিক রক্ষার্থ সকলে সেই দিকে প্রধাবিত হইল, এবং অবিলম্বে পশ্চিমদিকের অল্পসংখ্যক ইংরেজসৈন্যের প্রাণবধ করিল। কিন্তু এই সুযোগে দুর্গের উত্তরদিকে সিঁড়ি লাগাইয়া উত্তর দিকের সৈন্যগণ নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

৩রা এপ্রিল বহুসংখ্যক ইংরেজসৈন্য নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলে পর, তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাণীদ্বয় একক্রমে তিন দিন দুর্গে অবস্থান করিয়া তিন দিবসের পর, আহারার্থ গৃহে গমন করিয়াছিলেন। ইংরেজসৈন্য নগরে প্রবেশ করিয়াছে শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে আবার রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত দিবস উভয় পক্ষে সংগ্রাম হইতে লাগিল। সায়ং-কালের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিপক্ষ দল প্রাসাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। প্রাসাদরক্ষার্থ এখন যুদ্ধারম্ভ হইল। স্বয়ং রাণীদ্বয় এবং সিপাহীগণ সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ করিলেন। অনেকানেক ইংরেজসৈন্য ধরাশায়ী হইল। কিন্তু বোধ হয় স্বয়ং পরমেশ্বরই ইংরেজদিগের অনুকূল। নহিলে রাণী লক্ষীবাই সদৃশী বীরা-ঙ্গনার কি ইংরেজের হাতে পরাজিতা হইবার সম্ভব ছিল? ইংরেজ সৈন্যগণ সিপাহীদিগকে পরাভব করিয়া প্রাসাদের বাহির খণ্ডে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্রমে রাণীর আস্তাবলের নিকট আসিয়া পৌঁছিল।

৪ঠা এপ্রিল সমস্ত দিবস আস্তাবলের নিকট যুদ্ধ হয়। এখানে রাণীর পঞ্চাশ জন শরীররক্ষক ভিন্ন আর এক প্রাণীও ছিল না। এই পঞ্চাশ জন লোক সমস্ত দিবস সহস্রাধিক ইংরেজসৈন্যের সঙ্গে যেরূপ বীরত্বসহকারে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা মনে হইলেই বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যুর বীরত্বের কথা স্মৃতিপথারূঢ় হয়। সমস্ত দিবসের মধ্যেও ইংরেজেরা এই পঞ্চাশজন শরীররক্ষককে পরাস্ত করিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন না। রাত্রি হইলে পর,ইংরেজসৈন্য যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইল, তাহারা মনে করিল যে পরদিন প্রাতে প্রাসাদে প্রবেশপূর্ব্বক রাণীকে ধৃত করিবে।

এদিকে রাত্রি এক প্রহরের সময় রাণী লক্ষীবাইর পিতা রাণীদ্বয়কে অন্যান্য স্ত্রীলোকসহ প্রাসাদ পরিত্যাগকরিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু লক্ষীবাই পলায়ন করিতে সম্মতা হইলেন না। তিনি শেষপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। রাণীর পিতা তখন সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন—

"মা,তোমাদিগকে জীবিতাবস্থায় ধৃতকরিলে মহারাষ্ট্রীয়কুল চিরকলঙ্কিত হইবে এবং আমার যারপরনাই মনঃকষ্ট হইবে। অতএব আমার অনুরোধ রক্ষাকর। তোমরা এখনই প্রাসাদ পরিত্যাগ কর।"

লক্ষ্মীবাই বলিলেন—"আমি প্রাণ থাকিতে কখনও পলায়ন করিব না। গঙ্গাবাই বলিলেন—"জীবন থাকিতে মুহূর্ত্তের জন্যও লক্ষ্মীবাইর সঙ্গছাড়া হইব না।

উভয়ের প্রত্যুত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ রাওসাহেব হতাশ হইয়া পড়িলেন। এখন কর্ত্তব্য কি কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না।

যোগিরাজ এই সময় প্রকোষ্ঠান্তরে বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন। লক্ষ্মীবাইর পিতা মনে করিলেন যে; যোগিরাজ অনুরোধ করিলে হয় ত লক্ষ্মীবাই প্রাসাদ পরিত্যাগ করিতে সম্মতা হইবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি যোগিরাজকে সঙ্গে করিয়া আবার রাণীদ্বয়ের নিকটে আসিলেন। রাণীদিগের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা এবং বাদানুবাদের পর, যোগিরাজ বলিলেন—"মা,—আপনাকে আমি কখনও পলায়ন করিতে অনুরোধ করি না। যখন নিশ্চয়ই জীবনবিসর্জ্জন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তখন আর পলায়ন-কলঙ্ক সহ্যকরিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এখন কাল্পীতে যাইয়া তান্তিয়াতপির সৈন্যের সঙ্গে সম্মিলিত হইলে পুনর্ব্বার ঝান্সী আক্রমণের সুবিধা হইতে পারে। নতুবা অদ্যই ঝান্সীর আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

যোগিরাজের কথা শুনিয়া রাণীর ঠিক যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল। একক্রমে আজ অষ্টাদশ দিবস যাবৎ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোদ্ধৃবেশে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। সুতরাং একজন পরামর্শদাতা নিকটে না থাকিলে সকল বিষয় সকল সময় স্মরণও হয় না। কাল্পীতে রাণীর অনেক অস্ত্র শস্ত্র রহিয়াছে। কিন্তু সে বিষয় তিনি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কাল্পীর কথা যোগিরাজ বলিবামাত্র রাণীর সেই সকল বিষয় স্মরণ হইল। তিনি আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া অশ্বারোহণে সপত্নিগণ, যোগিরাজ এবং বিশ পঁচিশ জন শরীররক্ষক সঙ্গে করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় কাল্পী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পঞ্চাশ জন শরীররক্ষকের মধ্যে এখন বিশ পঁচিশ জন জীবিত আছে; আর সমুদয়ই আত্তাবলের সম্মুখে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। রাণী লক্ষ্মীবাই যুদ্ধারম্ভের পর, এখনপর্য্যন্ত একবারও অশ্রুবিসর্জ্জন করেন নাই। কিন্তু এখন স্বীয় বিশ্বস্ত শরীররক্ষকদিগের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে দেখিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। * *

৬ই এপ্রিল রাণী কাল্পীতে পৌঁছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কখনও তান্তিয়া তপিকে দেখেন নাই। কাল্পী পৌঁছিয়া তান্তিয়াকে দেখিবামাত্র তান্তিয়ার প্রতি তাঁহার মনে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। তান্তিয়াও রাণী লক্ষ্মীবাইকে দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত সুখানুভব করিতে লাগিলেন। নারায়ণত্র্যম্বক শাস্ত্রীও তান্তিয়ার সঙ্গে কাল্পীতে ছিলেন। গঙ্গাবাই আজ পাঁচ বৎসরের পর, পিতৃচরণে প্রণিপাত করিয়া যারপরনাই আনন্দ লাভ করিলেন। বৃদ্ধ ত্র্যম্বক শাস্ত্রী কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। আজ কন্যাকে যোদ্ধৃবেশে দেখিয়া তাঁহার সকল শোক দূর হইল। * *

* * * * *

রাণী কাল্পীতে পৌঁছিলে পর তান্তিয়া এবং বাণপুরের রাজা একত্র হইয়া ইংরেজসৈন্য আবার আক্রমণ করিবার পরামর্শ করিলেন।

এদিকে ইংরেজেরা ঝান্সী অধিকার করিবার পর, নগরবাসী সমুদয় স্ত্রীপুরুষের প্রাণবধ করিতে লাগিলেন। রাণী লক্ষ্মীবাইর পিতার প্রাণদণ্ড করিলেন। বৃদ্ধা, যুবতী, রুগ্ন, দুর্ব্বল কাহাকেও ইংরেজেরা জীবিত রাখিলেন না। এক একটী নগর কিম্বা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক স্ত্রীপুরুষ সকলকেই হত্যা করিতে লাগিলেন। নানাসাহেব এবং আজিমউল্লার নিষ্ঠুরাচরণকে তাঁহারা এখন শত গুণে পরাস্ত করিলেন। ইংরেজদিগের ঈদৃশ নিষ্ঠুরাচরণ দর্শনে ঝান্সীর অনেকানেক লোক স্বহস্তে আপনার স্ত্রী এবং কন্যার প্রাণবিনাশ করিয়া পরে নিজে আত্মহত্যা করিতে লাগিলেন।* বিগত সিপাহীবিদ্রোহ উপলক্ষে ইংরেজদিগের আচরণ মনে হইলে ইহাদিগকেও আর মানুষ বলিয়া বোধ হয় না। ইহারা নানা এবং আজিমউল্লা অপেক্ষা অল্পতর নিষ্ঠুরাচরণ করে নাই।

নারায়ণত্র্যম্বক শাস্ত্রীর পৈতৃক বাসস্থান ঝান্সীর প্রাসাদ হইতে দুই তিন ক্রোশ ব্যবহিত হইবে। লেফটেনাণ্ট ক্যানিবল (Cannibal) কয়েকজন শিখ এবং ইংরেজসৈন্য সঙ্গে করিয়া ত্র্যম্বকশাস্ত্রীর বাড়ীর নিকট বিদ্রোহীদিগকে ধৃত করিতে চলিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়ীর নিকট অন্যান্য অনেক গৃহস্থের বাড়ী ছিল। সে সমুদয় গৃহ একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

* No less than 5000 persons are stated to have perished at Jhansi; or to have been cut down by the flying Camp: some flung themselves down wells, or otherwise committed suicide having first slain their women sooner than trust them to the mercy of the conquerrs—*Martin.*

গৃহস্থগণ মধ্যে কেহ কেহ ইংরেজদিগের কোপানলে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। আর কেহ কেহ আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিয়াছেন। নারায়ণত্র্যম্বক শাস্ত্রীর জননীর প্রায় একশত বৎসর বয়স হইয়াছে। তাঁহার আর উত্থানশক্তি নাই। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি চক্ষুকর্ণ হীন হইয়াছেন। ত্র্যম্বকশাস্ত্রীর সেই হতভাগ্য পুত্রও বিগত তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রমেহের ব্যারামে একেবারে উত্থান শক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারও শয্যা হইতে উঠিবার সাধ্য নাই। তাহাকে দেখিলে একটা কাল কঙ্কাল বলিয়া মনে হয়।

লেফটেনাণ্ট ক্যানিবলের (Cannibal) ত্র্যম্বকশাস্ত্রীর গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই দাস দাসী সমুদয় পলায়ন করিয়াছে। ক্যানিবল সাহেব গৃহে প্রবেশান্তর শাস্ত্রীর বৃদ্ধা জননীর হস্তধারণ পূর্ব্বক শয্যা হইতে তাঁহাকে টানিয়া উঠাইলেন।

বৃদ্ধার এখন আর স্পষ্টরূপে শব্দ উচ্চারণ করিবারও সাধ্য নাই। তিনি অস্ফুট শব্দে—"বে" "বাবা" "বো" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিলেন। তাঁহার উচ্চারিত শব্দের কোন অর্থ নাই। একপ্রকার আর্ত্তনাদমাত্র।

লেফটেনাণ্ট ক্যানিবল অর্দ্ধ হিন্দি অর্দ্ধ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বক্ বক্ করিয়া যাহা কিছু বলিলেন তাহার অর্থ এই যে—"এই স্ত্রী লোকটা নিশ্চয়ই দুর্গের মধ্যে কাজ করিয়াছে—"

শিখ সিপাহীগণ লেফটেনাণ্ট ক্যানিবলের কথা শুনিয়া একেবারে অবাক হইয়া পড়িল।

প্রকোষ্ঠান্তরে শাস্ত্রীর হতভাগ্য পুত্র সমুদয় শরীর বস্ত্রাবৃত করিয়া শুইয়া রহিয়াছে। একজন ইংরেজসৈন্য তাহার গাত্রের বস্ত্র টানিয়া ফেলিবামাত্র লেফটেনাণ্ট ক্যানিবল বলিলেন—"এই প্রকৃত বিদ্রোহী পাইয়াছি। এ লোকটা নিশ্চয়ই রাণীর পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছে।

শাস্ত্রীর পুত্র চীৎকার করিয়া বলিল—"হুজুর তিন বৎসরের মধ্যেও আমি শয্যা হইতে উঠি নাই। আমার শয্যা হইতে উঠিবারও সাধ্য নাই। আমি কখনও যুদ্ধে যাই নাই।"

লেফটেনাণ্ট ক্যানিবল বলিলেন—তোম্ বড়া শয়েতান্—টোমার উঠিবার শকৃটি নাই, কিণ্টু টুমি যুদ্ধ করিটে পারে—

এই বলিয়াই ক্যানিবল সাহেব সঙ্গের শিখ সিপাহীদিগকে ত্র্যম্বক শাস্ত্রীর জননী এবং পুত্রকে গৃহের বাহিরে আনিতে হুকুম করিলেন।

শিখ সিপাহীগণ বলিল যে ইহাদিগের একজনেরও দাঁড়াইবার সাধ্য নাই। কিন্তু লেফটেন্যাণ্ট ক্যানিবল তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। শিখদিগের উপর তিনি চটিয়া উঠিলেন। পরে এক একজন গোরা ইহাদিগের এক এক জনের পা ধরিয়া মরা গরুর ন্যায় টানিয়া গৃহের বাহির করিল। গৃহের বাহির করিবামাত্র ইহাদের দুইজনের মৃত্যু হইল। শিখেরা বলিতে লাগিল যে ইহাদিগকে আর অধিক দূরে লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। ইহাদিগের দুইজনেরই মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু লেফটেন্যাণ্ট ক্যানিবল তত্রাচ ইহাদিগকে ফাঁসি দিবার হুকুম করিলেন। সাহেবের সঙ্গেই সুদীর্ঘ ফাঁসির দড়ি রহিয়াছে। সাহেবের সঙ্গের লোকেরা ত্র্যম্বকশাস্ত্রীর বাড়ীর নিকট একটা বট বৃক্ষের শাখার সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয়ের জননী এবং পুত্রের মৃত শরীর ঝুলাইয়া রাখিল।

ইংরেজেরা ঝান্সীতে নরহত্যা করিতেছেন শুনিয়া নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রী আর কাশীতে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। বৃদ্ধা জননীর জন্য তাঁহার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল। জননী শত অপরাধী হইলেও সন্তান জননীকে কখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রী যোগিরাজকে সঙ্গে করিয়া তৎক্ষণাৎ ঝান্সী অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং দুইদিনের মধ্যেই আপন পৈত্রিক গৃহে পৌঁছিলেন। তাঁহার গৃহ একেবারে জন শূন্য হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধা জননী এবং পুত্রের মৃতদেহ বাহির বাড়ীর একটা বৃক্ষের শাখায় লম্বমান দেখিতে পাইলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের গৃহে পৌঁছিবার দুই চারি ঘণ্টা পূর্ব্বেই লেফটেন্যাণ্ট ক্যানিবাল এই নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া গিয়াছেন।

জননীএবং পুত্রের মৃতদেহ দর্শনে বৃদ্ধ ত্র্যম্বকশাস্ত্রীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যোগিরাজ তাঁহার মস্তকে জল সিঞ্চন পূর্ব্বক তাঁহাকে জাগ্রত করিলেন, এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

চিন্তাশীল নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রী অনতিবিলম্বে হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত শোক সম্বরণ পূর্ব্বক যোগিরাজকে বলিতে লাগিলেন—

"বাছা, আপন আপন পাপ এবং কৃতাপরাধের প্রতিফল সকলেই ভোগ করিতেছে। কর্ম্মফল হইতে কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। আমার জননীর জীবনের ঘটনাবলির মধ্যে কার্য্যকারণের শৃঙ্খল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই দেখিতে পাইবে যে, আমার দেশসংস্কার ব্রতের বিরোধী

হইয়াই চরমে তাঁহাকে ঈদৃশ অপমৃত্যুরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইল। আমার বিবিধ সদনুষ্ঠানে এবং সৎকার্য্যে বাধা প্রদান না করিলে আজ কখনও তাঁহার জীবন এইরূপ ঘৃণিত মৃত্যু দ্বারা নিঃশেষিত হইত না। পক্ষান্তরে আবার কাপুরুষতা এবং স্বার্থপরতার অনুরোধে জননীর আদেশ পালন করিয়াই ঈদৃশ মনস্তাপ সহ্য করিতেছি। জননীর বাক্য লঙ্ঘন করিয়া আপন কর্ত্তব্য সাধনে চেষ্টা করিলে আজ আমাকে এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না।"

বারম্বার এইরূপ আক্ষেপ করিয়া,যোগিরাজকে তাঁহার জননী এবং পুত্রের মৃতদেহ বৃক্ষ হইতে নামাইতে বলিলেন। যোগিরাজ মৃতদেহদ্বয় বৃক্ষ হইতে নামাইলে পর শাস্ত্রী ইহাদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপনান্তে পুনরায় কাল্পী চলিলেন। শাস্ত্রীকে সান্ত্বনা করিবার উদ্দেশ্যে যোগিরাজ পথে পথে শাস্ত্রীর নিকট গঙ্গাবাইর সমুদয় বিবরণ বিবৃত করিলেন। গঙ্গাবাইর চরিত্রের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া শাস্ত্রী বর্ত্তমান দুঃখের সময় বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

সম প্রকৃতি।

এ সংসারে প্রকৃতির একত্ব ভিন্ন মনুষ্যদিগের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের প্রকৃত মিলন হইবার সম্ভব নাই। প্রকৃতির সমতা হইতেই প্রণয়ের সঞ্চার হয়। ধার্ম্মিকের সঙ্গে ধার্ম্মিকের, সাধুর সঙ্গে সাধুর, বীরের সঙ্গে বীরের, কাপুরুষের সঙ্গে কাপুরুষের; তস্করের সঙ্গে তস্করের প্রণয় হয়; সাধুর সঙ্গে চোরের, ধার্ম্মিকের সঙ্গে পাপাত্মার, বীরের সঙ্গে কাপুরুষের, কখনও প্রণয় হইবার সম্ভব নহে।

৬ই এপ্রিল লক্ষ্মীবাই এবং গঙ্গাবাই ঝান্সীতে পৌছিলেন। তান্তিয়ার সঙ্গে লক্ষ্মীবাইর দেখা সাক্ষাতের পর লক্ষ্মীবাইর প্রতি তান্তিয়ার এবং তান্তিয়ার প্রতি লক্ষ্মীবাইর ভক্তি শ্রদ্ধা ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ৬ই এপ্রিল হইতে আজ ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ইহারা একত্রে এক স্থানে অবস্থান করিতেছেন। ক্রমে ইহাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রগাঢ় ভালবাসার সঞ্চার হইল। একে অপরের অলৌকিক বীরত্ব দর্শনে মোহিত হইলেন। কিন্তু কি তান্তিয়া কি লক্ষ্মীবাই কেহই আপন আপন মনের ভাব কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতেন না।

লক্ষ্মীবাই আপন প্রাণাধিকা সহোদরা সদৃশী সপত্নী গঙ্গাবাইর নিকটও মনের কথা প্রকাশ করিলেন না।

তান্তিয়ার এখন অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"এ আশ্চর্য্য! বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কখনও কোন স্ত্রীলোকের প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয় নাই। অকস্মাৎ এই ঘোর বিপদের সময় কেন যে মনের এইরূপ অবস্থা হইল বুঝিতে পারি না। আমার কেন সর্ব্বদা লক্ষ্মীবাইকে দেখিতে ইচ্ছা হয়। তিনি দৃষ্টির অন্তরাল হইলেই মনে কষ্ট উপস্থিত হয়।"

দীর্ঘকাল হইল তান্তিয়ার বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার অন্যূন পাঁচ সাতটী সন্তান সন্ততি জন্মিয়াছে। কিন্তু তান্তিয়ার মন তাঁহার স্ত্রীর প্রতি কখনও এইরূপ আকৃষ্ট হয় নাই। প্রেম কখনও তান্তিয়ার হৃদয়ে এ পর্য্যন্ত উদয় হয় নাই। লক্ষ্মীবাইকে দেখিয়াই এখন তান্তিয়ার অন্তরে প্রগাঢ় প্রেমের সঞ্চার হইল।

এদিকে লক্ষ্মীবাই রাজা গঙ্গাধররাওকে কেবল পরম গুরু, পরম আরাধ্য দেবতা বলিয়াই জানেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরে প্রকৃত প্রেম এ পর্য্যন্ত কখনও বিকশিত হয় নাই। তিনি জানেন গঙ্গাধর রাও তাঁহার স্বামী। তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা না করিলে কখনও তিনি স্বর্গলাভ করিতে পারিবেন না। কিন্তু গঙ্গাধর রাওর ন্যায় কাপুরুষ কি কখনও লক্ষ্মীবাইর হৃদয়ে প্রেম উদ্দীপ্ত করিতে পারে?

লক্ষ্মীবাই সর্ব্বদাই গঙ্গাবাইর নিকট আপন মনের ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করেন। তান্তিয়ার প্রতি তাঁহার অকস্মাৎ ভালবাসার সঞ্চার তিনি আপন অন্তরের দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে করেন। তিনি কখনও কখনও চিন্তা করেন যে এইরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইলে তাঁহার জীবন ধারণই বৃথা। তিনি বীরাঙ্গনা। তাঁহার মনে ঈদৃশ দুর্ব্বলতা যে কখনও উপস্থিত হইবে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এখনও তিনি গঙ্গাবাইর সঙ্গে রাজা গঙ্গাধররাওর কথা বলিবার সময় মহারাজকে আপন আরাধ্য দেবতা বলিয়া থাকেন। এখনও বলেন যে সমরে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গরাজ্যে মহারাজকে লাভ করিবেন। কিন্তু গঙ্গাবাই অত্যন্ত প্রখরা। তিনি লক্ষ্মীবাইর বর্ত্তমান অবস্থা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন, সুতরাং অদ্য অপরাহ্নে লক্ষ্মীবাইকে সঙ্গে করিয়া অশ্বারোহণে শিবির হইতে দুইক্রোশ অন্তরস্থিত উপবনে প্রবেশ পূর্ব্বক একটি প্রস্রবণের নিকট বসিলেন। অতিরিক্ত বর্ষানিবন্ধন প্রস্রবণের জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া কল কল শব্দে নিম্নে প্রবাহিত হইতেছে। গঙ্গাবাই প্রস্রবণের দিকে দৃষ্টি করিয়া হাসিতে হাসিতে

লক্ষ্মীবাইকে বলিতেছেন—"বর্ষাতিরেকপ্রযুক্ত এবার নিশ্চয়ই তোমার হৃদয়-প্রস্রবণও পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।"

লক্ষ্মীবাই সপত্নীর কথা শুনিয়াও শুনিলেন না। তিনি অন্য কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু গঙ্গাবাই আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন —"তুমি বৃন্দাবসানে প্রেমশাস্ত্রের কথা শুনিবে বলিয়াছিলে—আজ প্রেমশাস্ত্রের কথা শুনিবে ?"

লক্ষ্মীবাই বলিলেন—"ও সকল ঠাট্টা তামাসার এখন সময় নহে।"

"ঠাট্টা তামাসা কি ? এখন বোধ হয় প্রেমশাস্ত্রে তোমারও কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। চিরকাল কেবল আমাকেই ঠাট্টা তামাসা করিতে। এখন প্রেম কি বুঝিতে পারিলে ?"

লক্ষ্মীবাই অধোমুখে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। সপত্নীর বাক্য তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত প্রদান করিল। তান্তিয়ার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভালবাসা তিনি দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করেন ; কখনও কখনও পাপ বলিয়া মনে করেন। "তিনি রাজা গঙ্গাধররাওর স্ত্রী। চিরকাল তিনি রাজা গঙ্গাধররাওর প্রতি-মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন। সহসা তান্তিয়ার ছবি তাঁহার মনে মুদ্রিত হইয়া পড়িল কেন ?" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি হৃদয় হইতে তান্তিয়ার প্রতিমূর্ত্তি দূর করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে মূর্ত্তি দূরকরিলেও দূর হয় না। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বের আত্মশ্লাঘার পরিবর্ত্তে এখন মনে ঘোর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইতেছে।

গঙ্গাবাই লক্ষ্মীবাইকে এই প্রকার দুঃখিত দেখিয়া; নিজেও অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন ;—"আমি ঠাট্টা করি-য়াছি বলিয়া তোমার মনে কষ্ট হইয়া থাকিলে আমাকে ক্ষমা কর।"

লক্ষ্মীবাই কিছুকাল চিন্তা করিয়া, বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন—"ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধে এযাবৎ যে পথ অবলম্বন করিতেছি, এই নূতন সংগ্রামেও সেই পথ অবলম্বন করিব।"

"ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধে কি পথ অবলম্বন করিতেছ ?"

"কি পথ অবলম্বন করিতেছি তাহা কি দেখিতে পাওনা। সর্ব্বদাই এই ভীরু সৈন্যগণের পলায়ন পথ অগ্রে বন্ধ করিয়া রাখি।"

"এই নূতন সংগ্রামে সে পথ কিরূপে অবলম্বন করিবে ?"

"তান্তিয়ার প্রেম আমাকে পরাস্ত করিতে উদ্যত হইলেই আত্মাভিমান, অহঙ্কার, আত্মসমাদর এবং পূর্ব্বসংস্কারকে আর হৃদয় হইতে পলায়ন করিতে

দিব না। এ সংগ্রামে এই কয়েকটী সৈন্যই মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাকে রক্ষা করি ইহারাই আমার বিশ্বস্ত শরীর রক্ষক হইবে।"

"ইহারা বড় নিস্তেজ সৈন্য। সংগ্রামের সময় উপস্থিত হইলে নিশ্চয়ই পলায়ন করিবে।"

"পলায়নের পথ বন্ধ করিলে আর পলাইতে পারিবে না। সিপাহীগণ অত্যন্ত ভীরু। কিন্তু তাহাদিগের পলায়ন করিবার সাধ্য নাই।"

গঙ্গাবাই দেখিলেন যে লক্ষ্মীবাই তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত বিপদ এবং প্রমাদ পরিপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। সুতরাং তিনি তাঁহাকে আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। কিন্তু লক্ষ্মীবাই এখন নিজে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—

"প্রেম এবং ভালবাসা সম্বন্ধে তুমি পূর্ব্বে যাহা কিছু বলিয়াছ তৎসমুদয়ই এখন সত্য বলিয়া আমার প্রতীত হইয়াছে। তখন তোমার কথা বুঝিতে না পারিয়া তোমাকে ঠাট্টা করিয়াছি। কিন্তু তোমার একটী কথাও মিথ্যা নহে। আমি ভ্রমে পড়িয়াই মনে করিতাম যে মহারাজ আমাকে ভাল বাসিতেন এবং আমিও তাঁহাকে ভাল বাসিতাম। কিন্তু ভালবাসা যে কি পদার্থ তাহা আমি পূর্ব্বে বুঝিতেই পারি নাই। ভালবাসা আমার হৃদয়ে কখনও উদ্দীপ্ত হয় নাই। বোধ হয় প্রকৃত ভালবাসার বস্তু না মিলিলে মানুষের মনে কখনও ভালবাসার সঞ্চার হয় না। তুমি বলিয়াছিলে যে, কর্ত্তব্য জ্ঞানকেই আমরা ভালবাসা মনে করি, তাহা মিথ্যা নহে। বিবাহের পর, বাল্যশিক্ষা এবং বাল্য সংস্কারনিবন্ধন আমাদের মনে হয় ইনি আমার স্বামী সুতরাং প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াও ইহাকে সুখী করিতে হইবে। বাল্যশিক্ষা এবং বাল্যসংস্কার এই কর্ত্তব্য জ্ঞান আমাদের মনে বদ্ধমূল করে এবং আমরা এইরূপ কর্ত্তব্য জ্ঞানকেই ভালবাসা বলিয়া মনে করি। তুমি অনেক বিষয়েই আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছ। আমি পূর্ব্বে মনে করিতাম যে নারীদিগের জ্ঞানশিক্ষা করিয়া কিছু লাভ নাই। নারীদিগের জ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এখন দেখিতে পাই যে জ্ঞানশিক্ষা ভিন্ন মানবজীবন বৃথা। যদি বাল্যকালে তোমার ন্যায় জ্ঞান লাভ করিতে পারিতাম, তবে ঝান্সীর রাজ্য কখনও বিনষ্ট হইত না। তবে আর অকালে মহারাজের মৃত্যু হইত না। অজ্ঞানতা এবং ভীরুতাই সর্ব্বপ্রকার বিপদ এবং দুর্গতির মূল কারণ। আমার অজ্ঞানতা এবং মহারাজের ভীরুতাই ঝান্সী বিনাশের একমাত্র কারণ। মহারাজের সঙ্গে আমার বিবাহ অজ্ঞানতা এবং ভীরুতার সম্মিলনমাত্র।"

লক্ষ্মীবাই এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলে পর, গঙ্গাবাই বলিলেন "যোগিরাজের যা কিছুই মিথ্যা নহে। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান বিবাহপদ্ধতি সর্ব্বদাই সিংহের সঙ্গে শৃগালের—হস্তির সঙ্গে বিড়ালের, ময়ূরের সঙ্গে কাকের সম্মিলন করিয়া এক প্রকার অদ্ভুত জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। ভারতবর্ষের বিবাহ পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত না হইলে এদেশে প্রকৃত মানুষ জন্মিবার কিঞ্চিন্মাত্রও সম্ভব নাই।"

"এ কথা আমারও সত্য বলিয়া বোধ হয়। নহিলে ভারতবাসী লোক এত ভীরু এবং কাপুরুষ হইবে কেন?"

"ভারতবাসীদিগের ভীরু এবং কাপুরুষ হইবার আরও অনেকানেক কারণ আছে। পাঁচ শত বৎসর—"

গঙ্গাবাই এই কথা বলিবামাত্র দূর হইতে ইংরেজদিগের সৈন্যের কলরব এবং রণবাদ্য শুনা যাইতে লাগিল। সুতরাং ইহারা তখন শীঘ্র শীঘ্র অশ্বারোহণে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

সিন্ধিয়ার ফুলবাগ।

রাণী লক্ষ্মীবাই কাল্পী অবস্থান কালে নিজের সৈন্য এবং তান্তিয়ার সৈন্যগণ সঙ্গে করিয়া কুঞ্চে যাইয়া ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিলেন। কুঞ্চে আবার জেনেরল হিউরোজের সঙ্গে ৮ই মে তারিখে রাণীর যুদ্ধ হয়। গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্ত উভয় পক্ষের সৈন্যই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ইংরেজদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ হিউরোজ তিনবার মূর্চ্ছিত হইয়া অশ্ব হইতে ভূমিতলে পড়িলেন। সুতরাং অনতিবিলম্বে উভয়পক্ষের সৈন্যগণই যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইলেন।

কুঞ্চের যুদ্ধাবসানে তান্তিয়াতপী রাণী লক্ষ্মীবাইর হস্তে কাল্পী রক্ষণের ভার প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে গোয়ালিয়রে গমন করিলেন। লক্ষ্মীবাই এবং গঙ্গাবাই কাল্পী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কুঞ্চে নগর কাল্পী হইতে চারিক্রোশ ব্যবহিত হইবে। যুদ্ধাবসানে রাণী লক্ষ্মীবাই এবং গঙ্গাবাইর অশ্বারোহণে কাল্পী প্রত্যাবর্ত্তন কালে শিবির হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে যাইয়া নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রী তাঁহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা

করিতেছিলেন। যোদ্ধ্‌বেশে অশ্বারোহণে কন্যা নিকটবর্ত্তিনী হইবামাত্র শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং কন্যার নিকট যাইয়া ক্রোড়ে করিয়া তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামাইলেন। এবং বারম্বার কন্যার মুখকমল চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মা, আমার হৃদয়ের সকল দুঃখ এখন দূর হইয়াছে। এ জীবনে তোমাকে ঈদৃশ মহৎ ব্রত প্রতিপালনে যত্নবতী দেখিয়া, আমি আপনাকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি।"

এই বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় গঙ্গাবাইর মুখখানি আপনার বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার দুই নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মীবাইও অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট দাঁড়াইবামাত্র তিনি আর হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ কন্যা বলিয়া লক্ষ্মীবাইকেও আপনার বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। লক্ষ্মীবাই এবং গঙ্গাবাই উভয়েই শাস্ত্রীর ক্রোড়ে বসিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে হৃদয়াবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক শাস্ত্রী বলিতে লাগিলেন—

"মা, তোমরা এ জীবনে ঈদৃশ অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশ করিয়া নারী-জীবন ধন্য করিয়াছ। স্বয়ং ভগবতী হৈমবতীর তেজঃ প্রাপ্ত না হইলে কি এই অজ্ঞানান্ধকার পূর্ণ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া নারী এইরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারে? আমি ধন্য, আমি সৌভাগ্যবান্—মা, আজ তোমাদিগকে ক্রোড়ে করিয়া আমার জীবন সার্থক হইল। শত পুত্রের পিতা হইয়াও আমি ঈদৃশ সুখ ভোগের অধিকারী হইতে পারিতাম না।"

শাস্ত্রী এই বলিয়া ক্ষান্ত হইবামাত্র গঙ্গাবাই কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"বাবা, এ পাপীয়সীর ভীরুতাই তোমার আশালতা ছিন্ন করিয়া তোমাকে বিগত পাঁচ বৎসর যাবত্ কষ্ট প্রদান করিয়াছে। আমার জন্য যে তুমি কত কষ্ট ভোগ করিয়াছ তাহা মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ—"

শাস্ত্রী কন্যার কথায় বাধাদিয়া বলিলেন—"না,—না,—আমার সকল কষ্ট দূর হইয়াছে। তুমি এ জীবনে যে মহৎ ব্রত অবলম্বন করিয়াছ তাহা পূর্ণ করিয়া স্বর্গারোহণ কর। অত্যল্পকাল মধ্যেই আমরা সকলে সেথানে সম্মিলিত হইব। এ নরক সদৃশ ভারতবর্ষ শীঘ্র শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে পারিলেই জীবনের সকল কষ্ট দূর হইবে।"

ইহার পর কন্যাদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কাল্পী অবস্থান কালে লক্ষ্মীবাই এবং গঙ্গাবাই সর্ব্বদাই শাস্ত্রী মহাশয়কে সেবা

শুশ্রূষা করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ও এই সময় ইঁহাদিগের সহবাসে যারপরনাই বিমলানন্দ সম্ভোগকরিতে লাগিলেন। ৮ই হইতে ২৩শে মে পর্য্যন্ত রাণী লক্ষ্মীবাই কাল্পীতে অবস্থান করিলেন। ২৩শে মে কাল্পীর শেষ যুদ্ধারম্ভ হয়। বানপুরের রাজার সৈন্যগণের সঙ্গে তাত্তিয়ার এবং রাণীর সৈন্যের বিবাদ হয়। সুতরাং এই গৃহবিচ্ছেদনিবন্ধন, ২৩শে মে কাল্পীর যুদ্ধে রাণীর পক্ষের সৈন্যগণ পরাভূত হইল। রাণী ভগ্ন সৈন্য সহ গোয়ালিয়র অভিমুখে চলিলেন।

কাল্পীর যুদ্ধের পর, জেনেরল হিউরোজ মনে করিলেন যে রাণী পরাভূত হইয়াছেন। সুতরাং এখন তিনি নিশ্চয়ই পলায়ন করিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বিদায়ের প্রার্থনা করিয়া সৈন্যগণকে যথাস্থানে প্রেরণ করিবার অভিপ্রায় করিলেন। গবর্ণর জেনেরল সার হিউ-রোজের বিদায়ের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যে মধ্যভারতে বিদ্রোহ নিবারিত হইয়াছে। কিন্তু রাণী লক্ষ্মীবাই যে পলায়ন করিবার পাত্রী নহেন তাহা এখন বুঝিতে পারেন নাই।

ভগ্ন সৈন্য সহ রাণী লক্ষ্মীবাই কাল্পী হইতে গোয়ালিয়র চলিলেন। তাঁহার গোয়ালিয়রে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মহারাজ সিন্ধিয়া সসৈন্যে রাণীকে আক্রমণ করিলেন। রাণী লক্ষ্মীবাই এবং গঙ্গাবাই সিন্ধিয়ার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে হাতের অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে মহারাজ সিন্ধিয়ার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সিন্ধিয়া রাণী লক্ষ্মীবাই এবং গঙ্গাবাইর ভাব ভঙ্গী এবং সাহস দর্শনে একেবারে স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। রাণীদ্বয়কে নিরস্ত্র দেখিয়া কিছুকালের জন্য উভয় পক্ষের সৈন্যগণ অস্ত্রবর্ষণে ক্ষান্ত হইল। সকলের দৃষ্টি রাণী লক্ষ্মীবাইর উপর স্থাপিত হইল। সিন্ধিয়া রাণী লক্ষ্মীবাইকে আরও নিকটে আসিতে দেখিয়া পশ্চাতে একটু সরিতে লাগিলেন। কিন্তু রাণী তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—"মহারাজ আপনার কোন আশঙ্কা নাই। আমি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।"

রাণীর এই কথা শুনিয়াই সিন্ধিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ইহাকে ধৃত কর,—ধৃত কর।"

কিন্তু উভয় পক্ষের সৈন্যগণ রাণীর সাহস দর্শনে একেবারে অবাক হইয়া পড়িয়াছিল। কেহই রাণীকে ধৃত করিবার জন্য আর অগ্রসর হইল না।

সিন্ধিয়া—"ধৃত কর—ধৃত কর বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবামাত্র রাণী

ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আপনি বৃথা চেষ্টা করিবেন না। আমি নিজে ধরা না দিলে আমাকে কাহারও ধৃত করিবার সাধ্য নাই।"

সিন্ধিয়া নির্ব্বাক হইয়া আবার রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু রাণী সিন্ধিয়ার দাঁড়াইবার স্থান হইতে বিশ পঁচিশ হাত দূরে থাকিয়া বিশেষ গাম্ভীর্য্যসহকারে বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ সিন্ধিয়া, আমি আপনার প্রাণবিনাশ করিতে কিম্বা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না। আমার হাতের অস্ত্র কেবল প্রকৃত বীরদিগের উপরই নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ইংরেজদিগের শত শত কাপ্তান, মেজের এবং কর্ণেল এই অস্ত্রাঘাতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। আপনার ন্যায় কাপুরুষের উপর এই অস্ত্র কখনও বর্ষিত হইবে না। আপনার ভয় নাই। ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আমি ঝান্সী পরিত্যাগ করিয়াছি। এ সংসারে আমার আর অধিককাল থাকিবার সম্ভব নাই। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনাকে এবং হলকার প্রভৃতি অন্যান্য রাজাকে আপনাদিগের যথোচিত পরিচ্ছদ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। সেই জন্যই এখানে আসিয়াছি।"

এই বলিয়াই রাণী একখানি স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্র এবং তাঁহার নিজের একখানি গাত্রাভরণ সিন্ধিয়ার দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"আপনি নারীর বসন এবং এই অলঙ্কার পরিধান করুন। এবং ইহার পরিবর্ত্তে আপনার পাগড়ী এবং পাজামাটী আমাকে দিন।"

রাণীর মুখ হইতে ধীরে ধীরে এই কয়েকটী কথা বাহির হইবামাত্র রাণীর পক্ষের এবং সিন্ধিয়ার নিজের সৈন্যগণ পর্য্যন্ত একেবারে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"মহারাজ সিন্ধিয়া তোমার বসন এবং অলঙ্কার নেও।" "মহারাজ তোমার বসন নেও"—"মহারাজ তোমার অলঙ্কার নেও"—

সিন্ধিয়া দেখিলেন যে তাঁহার নিজের সৈন্যগণ পর্য্যন্ত "বসন নেও" "অলঙ্কার নেও" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত পূর্ব্বক পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন। উভয়পক্ষের সৈন্য প্রায় দুই মাইল পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"মহারাজ তোমার ভয় নাই—তোমার প্রাণবিনাশ করিব না—মহারাজ সিন্ধিয়া ফেরো—ফেরো—তোমার বসন নিয়া যাও—তোমার অলঙ্কার—তোমার বসন।"

এদিকে উভয়পক্ষের যে সকল সৈন্য লক্ষ্মীবাইর নিকট দাঁড়াইয়াছিল,

তাহারা "রাণী লক্ষীবাইকা জয়—মহারাণীর জয়"—ইত্যাকার আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল।

সিন্ধিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তৎক্ষণাৎ আগ্রা অভিমুখে চলিলেন। রাণী সসৈন্যে গোয়ালিয়ারে প্রবেশপূর্ব্বক ফুলবাগে নিঃশঙ্ক হৃদয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সিন্ধিয়ার রাজধানী রাণীর হস্তগত হইল। সিন্ধিয়ার মালখানার সমুদয় টাকা রাণী সিপাহীদিগকে পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করিলেন।

রাণী লক্ষীবাই মহারাজ সিন্ধিয়াকে রাজ্যচ্যুত করিয়া গোয়ালিয়র দখল করিয়াছেন। এই সংবাদ ইংরেজদিগের নিকট পৌছিবামাত্র জেনেরল হিউ রোজ আবার সসৈন্যে গোয়ালিয়রে প্রেরিত হইলেন। তান্তিয়া গোয়ালিয়র হইতে স্থানান্তরে যাইয়া সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

১৭ই জুন রাণীর সঙ্গে আবার জেনেরল হিউ রোজের যুদ্ধারম্ভ হয়। জেনেরল হিউরোজ ঝান্সী আক্রমণের প্রারম্ভ হইতে নেপোলিয়ানের রণ কৌশল অবলম্বন করিতেছেন। এবারও তাহাই করিলেন। এবারও তান্তিয়ার সৈন্যগণ রাণীর সৈন্যের সঙ্গে সম্মিলিত হইতে পারিল না। জেনেরল হিউরোজ তান্তিয়ার সৈন্যের পথাবরোধ করিবার উদ্দেশ্যে এক দল সৈন্য গোয়ালিয়রের বাহিরে রাখিলেন। রাণী লক্ষীবাই ফুলবাগের যুদ্ধেও অত্যাশ্চর্য্য বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য এখন অত্যন্ত হ্রাস হইয়া পড়িল। সুতরাং তিনি ফুলবাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তান্তিয়ার সৈন্যের সঙ্গে সম্মিলিত হইবার অভিপ্রায় করিলেন। গঙ্গাবাই এপর্য্যন্ত সর্ব্বদাই সংগ্রাম ক্ষেত্রে লক্ষীবাইর বামপার্শ্বে থাকিতেন। আজ পর্য্যন্ত কখনও লক্ষীবাইর সঙ্গ ছাড়া হয়েন নাই।

১৭ই জুন অপরাহ্নে সপত্নীদ্বয় অশ্বারোহণে ফুলবাগ পরিত্যাগ করিবার সময় নদীপার্শ্বে হইতে কয়েকজন লুক্কায়িত ইংরেজ সৈন্য (Hussars) তাঁহাদিগের উপর গোলাবর্ষণ করিল। গোলা বীরাঙ্গনাদ্বয়ের বক্ষে নিপতিত হইবামাত্র তাঁহারা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে পতিত হইলেন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের ১৭ই জুন ভারত বীরাঙ্গনা শূন্য হইল। লক্ষীবাই এবং গঙ্গাবাই নরকসদৃশ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

বিলম্ব হইলে ইংরেজেরা রাণীদ্বয়ের মৃত শরীর স্পর্শ করিবে এই আশঙ্কা করিয়া রাণীর শরীররক্ষকগণ তৎক্ষণাৎ সিন্ধিয়ার ফুলবাগে দুইটী স্বতন্ত্র চিতা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের দুই জনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। যোগিরাজ এবং নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রীও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপনান্তে যোগিরাজ স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা শ্মশান ক্ষেত্রের মৃত্তিকার উপর লিখিলেন—

অতুল বীরত্ব, শান্ত পবিত্র প্রণয়
অনাদৃত, এ শ্মশানে আজি ভস্মময় ;
অন্ধ দেশ না চিনিল রতন উজ্জ্বলে ;
ভবিষ্যতে যদি কভু নব পুণ্যফলে
নূতন জীবন আর জ্ঞানদৃষ্টি লভে,
ফুলবাগ পুণ্যতীর্থে পরিণত হবে।

উপসংহার।

রাণী লক্ষ্মীবাইর মৃত্যুর পরও, তান্তিয়াতপী আবার সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুযোগ পাইলে, তিনি স্থানে স্থানে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিতেন। তান্তিয়ার প্রতি দেশীয় সমুদয় লোকের অত্যন্ত বিশ্বাস এবং ভক্তি শ্রদ্ধা রহিয়াছে দেখিয়া ইংরেজেরা অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। তান্তিয়ার প্রাণবধ করিতে না পারিলেও আর শান্তি স্থাপনের উপায় নাই। সুতরাং তান্তিয়াকে ধৃত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মানসিংহ নামে সিন্ধিয়া রাজ্যের একজন বিদ্রোহী জমীদার ইতিপূর্ব্বে দেশ বহিষ্কৃত হইয়াছিল। ইংরেজেরা তাহাকে তাঁহার জমীদারী প্রত্যর্পণ করিবেন বলিয়া আশা প্রদান করিলেন। মানসিংহ ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তান্তিয়াকে ধৃত করিয়া ইংরেজদিগের হস্তে সমর্পণ করিল। ১৮৫৯ সালের ৭ই এপ্রিল তান্তিয়া ধৃত হইলেন। ইংরেজেরা সেই দণ্ডেই তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন। তান্তিয়া অকুতোভয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

তান্তিয়া ধৃত হইয়াছেন শুনিয়া নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রী তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ

করিবার অভিপ্রায়ে যোগিরাজকে সঙ্গে করিয়া সিন্ধিয়ার রাজ্যে চলিলেন। কিন্তু তাঁহার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তান্তিয়ার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।

নারায়ণত্র্যম্বকশাস্ত্রী এবং যোগিরাজ ইহার পর কয়েক বৎসর যাবৎ দেশ সংস্কার ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক মান্দ্রাজ এবং বম্বে প্রেসিডেন্সির স্থানে স্থানে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সকল ঘটনার চারি বৎসর পরেই নারায়ণ ত্র্যম্বকশাস্ত্রী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

বিদ্রোহের ফলাফল সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের সকল কথাই সত্য হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব নিঃশেষিত হইল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন; এবং ভারতে ইংরেজ বাঙ্গালী সকলকে সমভাবে সমস্নেহে প্রতিপালন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্য গ্রহণে ভারতবাসিগণ বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন।

যোগিরাজ সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংস্কার ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক ভারতের সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ইহার পর কখন কখন তিনি বঙ্গদেশেও আসিতেন।

এই পুস্তকের উল্লিখিত যোগিরাজকে হয় ত অনেকেই রাজনৈতিক সন্ন্যাসী আনন্দাশ্রমস্বামী বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু রাজনৈতিক সন্ন্যাসী আনন্দাশ্রমস্বামীর বিগত ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর কচ্ছের অন্তঃর্গত মান্ধাবী নগরে মৃত্যু হইয়াছে। * তিনিও বাঙ্গালী ছিলেন। সুতরাং এই সম্বন্ধে সহজেই পাঠকদিগের ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু এই পুস্তকের উল্লিখিত যোগিরাজ এবং পূর্ব্বোক্ত রাজনৈতিক সন্ন্যাসী আনন্দাশ্রম স্বামী একই ব্যক্তি নহেন। পাঠগণ "যোগিরাজের দৈনিক পুস্তক" অথবা INDIA UNDER THE CROWN নামে এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে যোগিরাজের বিশেষ পরিচয় পাইতে পারিবেন। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে বম্বে নেটিব পাবলিক অপিনিয়নের উল্লিখিত আনন্দাশ্রম স্বামী স্বতন্ত্র লোক ছিলেন।

---

* Vide Bombay Native Opinion dated January 9th 1870.

সম্পূর্ণ।